CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 March, 2021 ■ আগরতলা, ৪ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১৯ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলা বইমেলায় একটি স্টলে কিশোরীদের ভীড় লক্ষ করা গিয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

ডুকলি থেকে তিন যুবতী রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পশ্চিম ডুকলির ঋষিপাড়া থেকে তিন যুবতী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন পশ্চিম ডুকলি ঋষিপাড়াএলাকা থেকে তিন যুবতী রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়।

নিখোঁজ হওয়ার ৬দিন পর তাদের কোনো হদিস মেলেনি।এ ব্যাপারে অরুন্ধতী নগর থানায় সংশ্লিষ্ট পরিবারের তরফ থেকে নিখোঁজ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অরুন্ধতী নগর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করা শেষ পর্যন্ত পরিবারের লোকজন আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে তিনটি মেয়ে ব্যাংকে যাওয়ার নাম করে বের হয়।কিন্তু তারপর আর বাড়িতে ফিরে যায়নি।

তিন যুবতী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার পেছনে বড় ধরনের কোনো রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন।নিখোঁজ হওয়ার ৬ দিন পর ও যুবতীরাবাড়ি ফিরে না আসায় এবং পুলিশ তাদের কোনো সন্ধান খুঁজে বের করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজন সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন। আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ এ ব্যাপারে অভিযোগ গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কোন পর্যন্ত নিখোঁজ ৩ যুবতীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

ঢাকা যাচ্ছেন এস জয়শঙ্কর হাসিনার সঙ্গে করবেন বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করবেন জয়শঙ্কর। এছাড়াও বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের সঙ্গেও বৈঠক করবেন এস জয়শঙ্কর।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই বাংলাদেশে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর আগেই বৃহস্পতিবার ঢাকায় যাচ্ছেন জয়শঙ্কর। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর আমন্ত্রণেই ঢাকা যাচ্ছেন জয়শঙ্কর।

আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের জন্য জরুরী আত্মবিশ্বাস ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের জন্য আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত জরুরী, সেই আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে দেশের যুব সমাজের মধ্যে। বুধবার শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ওয়েবিনারে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের জন্য যুবসমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকা অত্যন্ত জরুরী। নিজেদের শিক্ষা, দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস থাকলেই যুবসমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আসবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি করা হয়েছে। এ বছরের বাজেটে স্বাস্থ্যের পরই সবথেকে বেশি নজর দেওয়া হয়েছে শিক্ষা, দক্ষতা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের উপর।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এই বছরের বাজেটে, আমরা প্রতিষ্ঠান তৈরি এবং অ্যাক্সেসের উপর বেশি নজর রেখেছি। ভারতে এই প্রথমবার ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন তৈরি করা হচ্ছে।'

নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে, ভারতীয় ভাষার ব্যবহারকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সেরা,

বিষয়বস্তুকে কীভাবে ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ করা যায়, তা প্রতিটি ভাষার বিশেষজ্ঞেরই দায়িত্ব।' প্রধানমন্ত্রী জানান, 'ভারত হাইড্রোজেন যানবাহন পরীক্ষা করেছে। হাইড্রোজেনকে পরিবহণের জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। এনার্জি সেক্টরে ভবিষ্যতের জ্বালানী এবং গ্রিন এনার্জি আমাদের স্বনির্ভরতার মূল চাবিকাঠি। তাই বাজেটে হাইড্রোজেন মিশন ঘোষণা করা হয়েছে, যা একটি বিরাট প্রোজেক্ট।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য, তাঁদের জীবনযাত্রা উন্নত করার জন্য, বায়োটেকনোলজির সঙ্গে যুক্ত গবেষণায় যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে দেশের প্রচুর প্রত্যাশা রয়েছে।'

সোনামুড়ার যুবকের মৃত্যু চেন্নাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। চেন্নাইয়ে কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু এক যুবকের। তার ঝুলন্ত মৃতদেহ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে। প্রণয়ঘটিত ঘটনার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। চেন্নাইয়ের তিরু মল্যাইয়ে কর্মরত সোনামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

বুধবার সকালে ভারাভারি থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদের তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যুবকটির নাম মিজান হোসেন। বাবার নাম মানিক মিয়া। জানা যায় বিশাল বিশালগড় এব কড়ইয়ামুড়া এলাকার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুনড

সরস্বতী পূজায় সেলফি তুলতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ ছাত্রীর মৃত্যু ১৬ দিন লড়াই করে

আগরতলা, ৩ মার্চ (হি.স.) : টানা ১৬ দিনের লড়াইয়ে মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয়েছে ঝুমা। ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়ের অগ্নিদগ্ধ একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ঝুমা দে জীবনযুদ্ধে হেরে গেল। আজ বুধবার সকালে কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। কলকাতায়ই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। তার মৃত্যুর খবর ত্রিপুরায় আসতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সরস্বতী পূজার দিন সেলফি তুলতে গিয়ে শাড়িতে আগুন লেগে শরীরের আশি শতাংশের অধিক পুড়ে গিয়েছিল ঝুমার।

সরস্বতী পূজায় বিলোনিয়া বনকর এলাকার বাসিন্দা ঝুমা দে বন্ধুদের সাথে মিলে সেলফি তুলতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। সেলফি তোলার সময় তার শাড়িতে আগুন লেগে গেলে সহপাঠিরা অনেক চেষ্টা করেও সেই আগুন নেভাতে পারেনি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, ঝুমার শরীরের আশি শতাংশ পুড়ে গেছে।

বিদ্যাপীঠ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষিকা পূর্ণিমা দেব এ-বিষয়ে জানিয়েছিলেন, পূজার প্রসাদ বিতরণ করার পর বন্ধুদের সাথে সেলফি তুলছিল ঝুমা। তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

এদিকে, তার অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা ঝুমার বেঁচে থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছিল। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ঝুমাকে নিয়ে তার মা এবং এক আত্মীয় কলকাতায় যান। কিন্তু কলকাতায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেফুঙ্গা, আমবাসা ও মধুপুরে তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। রাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা দিনদিন বেড়েই চলেছে। একদিনে রাজ্যের তিনটি জায়গায় তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা রিতিমতো চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ প্রতিটি ঘটনারই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় তথ্যাভিজ্ঞ মহল গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

লেফুঙ্গা থানা এলাকার লক্ষ্মী পাড়া এলাকার বাসিন্দা সোনাই দাস বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। সে পেশায় একজন নির্মাণ শ্রমিক।নির্মাণ শ্রমিকের বিষপানে আত্মহত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই লেফুঙ্গা থানার লক্ষ্মী পাড়া সহ পার্শবর্তী এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গেছে সোনাই দাস নামে ওই নির্মাণ শ্রমিক আদর্শ কলোনির বাসিন্দা পায়েল দেব তার বাড়িতে নির্মাণকাজ করত। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সোনাই দাস পায়েল দেব গুপ্তার বাড়িতে টাকা আনতে যায়।

কিন্তু বাড়ির মালিক তাকে টাকা দিতে অস্বীকার করে। বিষয়টি নিয়ে বাড়ির মালিকের সঙ্গে নির্মাণশ্রমিকের বাকবিতণ্ডা হয়।ওই মহিলা ও পার্শবর্তী কিছু লোকজন তাকে ডেকে নিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ। কাজ করে টাকা চাইতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ায় নির্মাণ শ্রমিক সোনাই দাস অপমানিত বোধ করে। বাড়িতে ফিরে এসে অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে নির্মাণ শ্রমিক সোনাই দাস।পরিবারের লোকজন তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ৬টি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে, ব্যয় হবে ৬৭ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। দ্ধগুষিকাজে সেচ অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বেশি পরিমাণ চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে পূর্তদপ্তরের জলসম্পদ বিভাগকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে পূর্ত দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

পর্যালোচনা সভায় পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ, জাতীয় সড়ক, বিল্ডিং, সড়ক ও সেতু, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জলসম্পদ বিভাগের অধীনে যে সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে তা দ্রত সংস্কারের জন্য দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে দপ্তরের আধিকারিকদের ক্ষেত্র পর্যায়ে পরিদর্শন করে অচল সেচ প্রকল্পগুলি দ্রত সংস্কারের জন্য উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় পূর্তদপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানান, রাজ্যে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৪১ হেক্টর।

এরমধ্যে ৮২ হাজার ৭৫৩ হেক্টর জমি জলসম্পদ দপ্তরের মাধ্যমে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। জলদপ্তর ৩টি মিডিয়াম ইরিগেশন প্রজেক্ট, ৪৮টি ডাইভারসন প্রকল্প, ১, ৫৯৫ টি লিফট ইরিগেশন প্রকল্প, ২৯০টি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প, ৩টি মলবোর টিউবওয়েল এবং ৭টি হাইপাওয়ার লিফট ইরিগেশন প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে। তিনি জানান, বাধারঘাটে ৩টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে সফল জটিল অস্ত্রোপচার, রাজ্যের চিকিৎসকদের দক্ষতা আবারও প্রমাণিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকগণ গতকাল দুরূহ অেৌপচার করে বয়স্কা এক মহিলাকে বিপদমুক্ত করেছেন। জরায়ু থেকে ৯ কেজি ওজনের এই টিউমার অস্ত্রোপচার করে বের করায় রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা চিকিৎসকদের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আনন্দনগরের বাসিন্দা ষাট বছরের মহিলার পেট গত বেশ কয়েক বছর ধরেই অস্বাভাবিকভাবে ফুলে গিয়েছিল। তার বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ও অস্বস্তিও হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত দিনকয়েক আগে তিনি জিবিপি হাসপাতালে আসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ডিম্বাশয়ে টিউমার ধরা পরে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকরা তার অপারেশনের দিন ধার্য করেন। দুপুরে এক ঘন্টারও বেশী সময় ধরে এই জটিল অপারেশন হয়। স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আশিস কুমার রক্ষিত ও ডাঃ ধ্রুব প্রসাদ পাল অস্ত্রোপচার করেন। অ্যানেস্থেসিওলজিষ্ট ছিলেন ডাঃ রাজেশ চৌধুরী। ছিলেন স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌরিশ দেববর্মা ও ডাঃ অর্ঘ্য মল্ল দেববর্মা, পিজি স্টুডেন্ট ডাঃ শতরূপা আচার্য ও ডাঃ প্রিয়ঙ্কা দেববর্মা। এছাড়া সিস্টার জ্যোৎস্না দাস ও তপতি চক্রবর্তী ছিলেন এই টিমে। প্রায় নয় কেজির টিউমারটি অস্ত্রোপচার করে বের করা হয়। জিবিপি হাসপাতালে সাম্পতিককালে একাধিক জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্য এসেছে। এই অপারেশনটিও জটিল এক অপারেশন ছিল। রোগিনী বর্তমানে সুস্থ এবং হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। এই জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রাজ্যের চিকিৎসকদের দক্ষতা আবারও প্রমাণিত হল বলে দপ্তর মনে করছে। স্বাস্থ্য অধিকর্তা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ সংবাদ জানিয়েছেন।

আক্রান্ত বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী অভিযোগের তির শাসকদলের দিকে

বিজেপি বলল হিংসায় বিশ্বাস রাখি না, হামলাকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় সামনে আনুক সিপিএম

আগরতলা, ৩ মার্চ (হি.স.) : ত্রিপুরায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী। অভিযোগের তির শাসকদলের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাদলবাবুর সমস্ত অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের সাফ কথা, হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখে না বিজেপি। হিংসা সিপিএম-এর অপসংস্কৃতি। ত্রিপুরাকে ওই অপসংস্কৃতির কালো ছায়া থেকে মুক্তির চেষ্টা চলছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বাদল চৌধুরীর উপর আক্রমণকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় সামনে আনুক সিপিএম। প্রয়োজনে থানায় মামলা করুক।

আজ বুধবার নিজের বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র ঋষ্যমুখে আক্রান্ত হয়েছেন সিপিআই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী। তিনি বলেন, পুলিশকে আগাম জানিয়ে পার্টির দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক প্রাক্তন বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার, বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত সহ ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের মণিরামপুরে রাজ্যে ষষ্ঠ তফশিলের উপজাতি এলাকা জেলা পরিষদ গঠন, ককবরক ভাষাকে রাজ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানাতে গিয়ে ১৯৭৫ সালে শহিদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরার স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু উপজাতি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত জনবসতিতে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ মুহুরিপুর সহ অন্যান্য এলাকা থেকে বিজেপি-র অনুপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বাইক বাহিনী পুলিশের উপস্থিতিতে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে এবং গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে। তাঁর দাবি, দুর্বৃত্তদের হামলা থেকে বাঁচতে কোনোক্রমে বিলোনিয়া শহরে এসে সরাসরি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এসপি অফিসে গিয়ে আজকের ঘটনা এবং অন্যান্য আক্রমণের ঘটনাগুলো জানিয়েছি।

এ-বিষয়ে সিপিএম রাজ্য কমিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০১৮ সালের আজকের দিনটিতেই বিজেপি এবং তাদের নির্বাচনি-জোট বিধানসভা ভোটে জয়ী হয়ে পরিকল্পিতভাবে ফ্যাসিস্টসুলভ সন্ত্রাস শুরু করেছিল। গত তিন বছর ধরে প্রতিদিন বিজেপি দুর্বৃত্তদের হিংস্র আক্রমণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পালাবদলের তিন বছর পূর্তিতে আবেগপ্রবণ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩ মার্চ (হি.স.) : ত্রিপুরায় রাজনৈতিক পালা বদলের তিন বছর পূর্ণ হল। আজকের দিনেই ২০১৮ সালে ছোট্ট পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরায় দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনের অবসান হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আজ আবেগে ভাসলেন ত্রিপুরায় বিজেপি-র জয়ে অন্যতম কাণ্ডারি বিপ্লবকুমার দেব। একইভাবে স্মৃতি মনে করে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২০১৮ সালের ৩ মার্চের জয়োল্লাসের ছবি পোস্ট দিয়ে বলেন, সহকর্মী এবং বরিষ্ঠ নেতাদের ক্রমাগত সহায়তা এবং দিগনির্দেশনায় ত্রিপুরার জনগণের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি বলেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে দুর্দান্ত জয়ের তিন বছরের মাথায় আমি ত্রিপুরায় আমাদের দলের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য একনিষ্ঠ কার্যকর্তাদের শ্রদ্ধার সাথে প্রণাম জানাই।

এদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আজ পরিবর্তনের তিন বছর। সমস্ত রাজ্যবাসীকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর মতে, আজ হল রাজ্যের মানুষের স্বাধীনতার তিন বছর। উন্নয়নের তিন বছর। শুধু তাই নয়, রাজ্যে গণতন্ত্রের সফল তিন বছর। এখানেই থেমে না থেকে তাঁর আরও দাবি, আজ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠার তিন বছর। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার প্রাপ্তির তিন বছর। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, মা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদে এবং রাজ্যের মানুষের বিশ্বাসে উজ্জীবিত ত্রিপুরা সরকার প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৪৩ ▫ ৪ মার্চ ২০২১ ইং ▫১৯ ফাল্গুন ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

তিন বছরে উদরপূর্তি বুধুর ঘরে

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দেশ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। করোনার প্রভাব সর্বত্র ছড়াইয়া পরিবার ফলশ্রুতিতে সাবধানতা অবলম্বনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

নোট বাতিল, ত্রুটিপূর্ণ জিএসটি এবং করোনা মহামারীএই তিন অশুভ যোগে ভারতের অর্থনীতি চারবছর যাবৎ উল্টো পথে হাঁটিতেছে। আর্থিক বৃদ্ধির গতি প্রথম দিকে মন্থর ছিল। তারপর হইয়াছে অতি মন্থর। লকডাউন এবং আনলক পর্বে বৃদ্ধির হার শূন্যের নীচে নামিয়া যায়। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০২০-২১) দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) সংকোচন ২৩.৯ শতাংশে নামিয়া আসে। সংকোচনের হার তারপর অবশ্য কমিতে থাকে। তবে, অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়া দাঁড়াইতে অক্টোবর-ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। এই পর্বে আর্থিক বৃদ্ধির হার সামান্য পজিটিভও (০.৪ শতাংশ) হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মানিটারি পলিসি রিভিউ রিপোর্ট। ওই রিপোর্ট আশা প্রকাশ করিয়াছে, আগামী অর্থবর্ষে (২০২১-২২) জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ ছাড়াইবে। কেন্দ্রীয় নিয়ামক ব্যাঙ্কের এই প্রত্যাশার ভিত্তি হইল আর্থিক বৃদ্ধির বর্তমান ইতিবাচক প্রবণতা। সব মিলাইয়া দেশের অর্থ-শিল্প-বাণিজ্য মহল ঘুরিইয়া দাঁড়াইবার আশায় বুক বাঁধিয়াছে। অর্থনীতিকে এই জায়গায় তুলিয়া আনিবার জন্য গোটা দেশকে কত ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কী পরিমাণ দাম মেটাইতে হইয়াছে তাহা সকলে জানেন। কারণ চলমান ইতিহাসের এটাই সবচেয়ে বড় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের কুশীলব দেশের প্রতিটি নাগরিক।

অর্থনীতির এই ইঙ্গিত অত্যন্ত শুভ এবং প্রার্থিত। কিন্তু এটা কিখুব সহজে পাওয়া যাইবে? মনে হয় না। বিশেষ করে করোনার মতো মহামারীর বিপদকে কুলোর বাতাস দিয়া বিদায় করা যাইবে না। গত দু'মাসে প্রকোপ কিছুটা কমিয়া গিয়াছে মাত্র। এর সঙ্গে নির্মূল হওয়ার দূরতম সম্পর্কও নাই। বরং ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় দফার তাণ্ডব লক্ষ করা যাইতেছে আটটি রাজ্যে। তাই সকলের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সেইমতো কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাও জারি হইয়াছে। কিন্তু ভয় করিয়া আর সতর্ক থাকিয়া তো শেষরক্ষা হইবে না। আপাতত, এই যুদ্ধজয়ের শেষ অস্ত্র হইল ভ্যাকসিন। এ নিয়া বিতর্কের অবকাশ নাই। তাই স্বাস্থ্যবিধি পুরোমাত্রায় মানিয়া চলিবার পাশাপাশি সকলের জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ভারতের জন্য সুখবর হইল, ভ্যাকসিন উৎপাদনে একটি অগ্রণী দেশ। কোভিড ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সবচেয়ে কার্যকরী অথচ সস্তার ভ্যাকসিন গণ হারে উৎপাদন করিয়া ভারত তাক লাগাইয়া দিয়াছে। বহু দেশ আজ ভারতের মুখাপেক্ষী। ভারত আন্তরিকভাবেই তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়াছে। সেই দিক থেকে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য এ এক গর্বের মুহূর্ত। এমন একটি দেশের নাগরিকদের সকলের টিকা পাওয়ার অধিকার রহিয়াছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রের আগ্রহের প্রমাণ রহিয়াছে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেটেকরোনা ভ্যাকসিনের জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হইয়াছে ২৭ কোটি নাগরিককে। তাঁহাদের মধ্যে ষাটোর্ধ ১০ কোটি। কেন্দ্রীয় সরকার জানাইয়াছে, গণটিকাকরণ কর্মসূচি মারফত ১ মার্চ থেকে ষাটোর্ধ নাগরিকদের বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হইবে। তবে ৪৫ বছরের ঊর্ধে যেসব নাগরিক কিছু জটিল অসুখে ভুগছেন (কোমরবিড) তাঁহারাও ভ্যাকসিন পাইবেন। কিন্তু অগ্রাধিকারের তালিকাভুক্ত সকলকেও মোদি সরকার বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিতে পারিবে না, এখনও পর্যন্ত এটাই খবর। সরকার জানাইয়াছে, নির্দিষ্ট কিছু বেসরকারি হাসপাতাল মারফতও ভ্যাকসিন নেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার খরচ নাগরিককেই বহন করিতে হইবে। কেন্দ্র জানাইয়েআ দিয়াছে, কোনও হাসপাতাল ডোজ পিছু আড়াইশো টাকার বেশি নিতে পারিবে না। কেন্দ্রকেই দেখিতে হইবে, এটা যেন নিছক কথার কথা না হয়। ন্যায্যমূল্যে টিকাকরণের ব্যাপারটা প্রভাবশালী কিংবা কালোবাজারিদের দখলে চলিয়া গেলে সেটা হইবে বিরাট দুর্ভাগ্য। এই চেনা কালচার করোনা নির্মূল করার পথে বড় বাধা হইয়াা দাঁড়াইতে পারে। কেন্দ্র এবং রাজ্যকে যৌথভাবে এই দিকটা নিশ্চিত করিতে হইবে। সবচেয়ে ভালো হয়, সবার জন্যে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে। কারণ ভারতের অন্তত ৫০ কোটি নাগরিক বেশ গরিব। পরিবারের সবার জন্যে আড়াইশো টাকার একটি করে ডোজ কেনা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই বিষয়ে সরকারকে সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে। অন্যতায় করোনা টিকাকরণ এর আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

কেমন হবে বিজেপি-র তালিকা

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): বিজেপি-র প্রার্থীতালিকা কখন প্রকাশ হবে? টানটান উত্তেজনায় অপেক্ষা করছেন ওঁরা। কেউ ছিলেন গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী! কেউ আনকোরা নতুন মুখ। অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত নাকি ভোটের টিকিট পাওয়া নিশ্চিত জেনে যোগ দিয়েছেন বিজেপি-তে। অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের টিকিটপ্রাপ্তিও এক রকম নিশ্চিত। সদ্য বিজেপি-তে যোগ দেওয়া নায়িকা পায়েল সরকারকে নাকি দল প্রার্থী করবে বালুরঘাটে। আরও অন্তত তিন-চার জন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আগ্রহী পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপি-র প্রার্থী হতে। আগ্রহীদের তালিকায় আছেন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, অধ্যাপকবিভিন্ন পেশার মানুষ। ওঁদের অনেকেই দলের ওপরমহলে যে যাঁকে পেরেছেন সনির্বন্ধ অনুরোধ করে রেখেছেন। তালিকা প্রকাশের প্রাক্কালে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় প্রায় সকলেই। একসময় একটি বাংলা দৈনিকে সাংবাদিকতা করতেন সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী। সেই পেশা ছেড়ে রাজনীতিতে আসেন ক'বছর আগে। মহিলা মোর্চার সক্রিয় সদস্য হিসাবে নেতৃত্বের চোখে পড়েন। এক অর্থে হয়ে উঠেছিলেন মোর্চার তৎকালীন সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী। গত বছর ঠাঁই পেয়েছেন দলের রাজ্য কমিটিতে। সঙ্ঘমিত্রা থাকেন যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার একটি ফ্ল্যাটে। আবেদনের তালিকায় তাঁর নাম আছে যাদবপুর আর রায়দিঘিতে। সঙ্ঘমিত্রা অপেক্ষায় আছেন টানটান উত্তেজনা নিয়ে। বুধবার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে দল প্রার্থী করেছিল রায়দিঘিতে। '১১-তে ওই আসনে বিজেপি পেয়েছিল হাজার তিন ভোট। সেটা ১২ হাজারে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। এবার দল কোথায় প্রার্থী করবে বুঝতে পারছি না। বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেকে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছেন। দেখা যাক! এমনিতেই তো প্রতিদিন বিভিন্ন জেলায় সভায় বক্তৃতা করতে যেতে হচ্ছে। প্রার্থীর দায়িত্ব পেলে তো চরকির মত ছুটতে হবে! রাতের ঘুমই উড়ে যাবে!'সূত্রের খবর, যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিবেচনার তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডক্টরেট মোহিত রায়ের নাম। '১৬-র ভোটেও এই কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন। অনুপ্রবেশের বিপজ্জনক পরিণাম নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন নানা সভায়। নেতাজী ইন্ডোরে অমিত শাহর উদ্বাস্তু বিষয়ক সভার মঞ্চে পেয়েছিলেন সম্মানের আসন। তিনি প্রহর গুনছেন চূড়ান্ত ঘোষণার জন্য। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "প্রচারের সময় তো খুব বেশি নেই। এবারের পরিস্থিতি অন্যরকম। নাম ঘোষণা হোক! দেখা যাক!' এভাবেই দক্ষিণ সোনারপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হওয়ার আশা মনোরঞ্জন জোয়ারদারের। '১৬-র ভোটেও প্রার্থী হয়েছিলেন এই কেন্দ্রে। পেশায় বঙ্গবাসী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। কিসের ভিত্তিতে প্রার্থী হতে চান? 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "ক্লাশ নাইন থেকে ভারত সেবাশ্রমের সঙ্গে আমি যুক্ত। গোসাবার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলাম। প্রায় আজীবন যুক্ত গ্রামেগঞ্জে সমাজসেবার সঙ্গে। এ ছাড়াও তৈরি করেছি 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন সমিতি'। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জাতীয়তাবাদের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছি। অজস্র সভা-সমাবেশ করেছি। এ সব দল নিশ্চয়ই বিবেচনা করছে!"প্রার্থী হওয়ার আশায় রয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার মিতালি সাহা। বিজেপি-র রাজ্য কমিটির এক বরিষ্ঠ আধিকারিক ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে মিতালিকে প্রার্থী হতে বলেছিলেন। এ কথা জানিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে মিতালি বললেন, "প্রার্থী হতে পারলে খুশি হব।

ফাগুনের আগুনে শুভ্রা বরণে

পার্থময় চ্যাটার্জি

সকাল বেলায় দাদার ফোনে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে পাঁচটা । সবে মাঘের শুরু। ইচ্ছে না করলেও ফোনটা ধরলাম। আমি কিছু বলার আগেই দাদা বেশ তরতরে তাজা গলায় বলল, 'কিরে এত বেলা অবধি কিসের ঘুম? উঠে পড় আর তৈরি হয়ে নে তাড়াতাড়ি। আমি ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করলাম আজ কোথায় যাব? দাদা কী বলল জানেন? বলল, 'সকাল থেকে সন্ধা, এত অল্প সময়/ এবার স্নিগ্ধ শীতল রাঙা বসন্তের পথ ধরে/ মিশে যেতে খুব ইচ্ছে করে/, ফিরে যাওয়া পলাশ শিমূলের দেসে'।

বুঝে গেলাম তিনি কোথায় যেতে চাইছেন, এই এই সাতসকালে মোমিন সাহেবের কবিতা আওড়াচ্ছে। ১৯/০১/১৮ তে সকাল সাড়ে সাতটায় যাত্রা শুরু করলাম। সাথে নিলাম আমার সাদা পরী মানে 'হন্ডা জাজ'। এই সময়ে রওনা দেওয়ার কারণে কোনো এক্সপ্রেস ও ডানকুনির আগে যে একটি বিচ্ছিরি ট্রাফিক জম্যান হয়, সেটা এড়িয়ে চলার জন্য। বেশি সকালে বের হলে এইগুলি ফেস করতে হয় না।

আমার যাদবুরের বাড়ি থেকে ৭৭ কিমি ড্রাইভ করে আমাদের ব্রেকফাস্টের জায়গা হিন্দুস্থান ধারায় থামলা। এর পরে আরও ৩৮ কিমি ড্রাইভ করে এনএইচ-২ ছেড়ে ডানহাতি পথে বর্ধমান ১০৮ শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে গুসকরা, ভেদিয়া ব্রিজ টপকে বোলপুর পৌঁছলাম দুপুর ১২ টা নাগাদ। ১৭৯ কিমি এই পথ। জানকুনি আর পালসিটে ৭৫ টাকা করে, বিদ্যাসাগরও ভেদিয়া ব্রিজে ১০ টাকা করে টোলি দিতে হয়। ১৭ কিমি লিটার প্রতি মাইলেজ পেলাম।

এখন শান্তিনিকেতনে রোজ ছোটোখাটো সোনঝুরির হাট বসে, তবে শনিবারের হাটের মতো বড় নয়। সন্ধ্যায় রতনপল্লি থেকে মুড়ি আর আজিতের ৩ টাকার চপ, তা সে বেগুনি, পেঁয়াজ, আলু ক্যাপ্সি, মাশরুম, পনির বা আমের চাপ যাই হোক না কে খেতে হয়। এরপর কালোদার দোকানে চায়ের আড্ডায় রসা হয়।

পরদিনটা ছিল সরস্বতী পুজোর আগের দিন জাম্বুনি বাসস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পুজোর কেনাকাটা চলছে তার সাথে টোপা কুল আর গাঁদা ফুলের গন্ধে মনটা উদাস বাউল হয়ে গেল। মনটা চলে গেল সেই সাতের দশকে, একদিকে রাজনৈতিক উত্তাল কলকাতা আবার একদিকে সেই মিষ্টি প্রেমের ছেলেবেলা। পুজোর আগের দিন বাজারে গিয়ে শাকআলু, কুল চুরি করা, রাত জেগে প্রথম সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ানো তিনশো পঁচাত্তার এমএল আট দশ জনে শেষ করা, পাড়ার বা স্কুলের কোন মেয়েটাকে কার পছন্দ এইসব আলোচনা। সবস্বতী পুজোর দিন ওকে প্রথম মনে ধরা, ফ্রক পড়া মেয়েটাকে হঠাৎ শাড়িতে দেখা, লালফিতে বাঁধা বিনুনিটা হঠাৎ খোলা চুলে দেখা, অঞ্জলি দেবার সময় অঙ্গের স্পর্শ, আড় চোখে তাকানো, পুরোহিতের মন্ত্র --- 'নমোসবস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমলালোচনে। /বিশ্বরূপে বিশালাক্ষ্মী বিদ্যাংদেহি নমোহস্তুতে'। তখন কানে ঢুকত না না কারণ মনেতে ও বক্সে তখন বাজত 'আকাশ ভরা ঐ তারা / সাক্ষী, হয়ে আছে/ ওরাই যে জানে গো কে তুমি আমার কাছে। তীতটা খুব বাজে, খালি

বুকের ওজন বৃদ্ধি করে। ফোনটা বেজে উঠল, তালতোর থেকে মুখার্জির সরস্বতী পুজোর মিন্ত্রণ। বড্ড বেরসকি লোক, আমার রোমাঞ্চিত মুহূর্তেটাকে এইভাবে খুন করল। আমার খুব রাগ হল, বলুন তো হওয়াটাই স্বাভাবিক নয় কি ? সোমবার মানে সরস্বতী পুজোর দিন দুপুরে হঠাৎ করে দীপের আগমন ও আবদার করল আজ যেন ওর গাড়িতে ঘুরতে যাই। ও বললএকটা নতুন আদিবাসী গ্রামে আমাদের নিয়ে যাবে। সবাই মিলে দুপুরের খাবার খেয়ে দীপের টোটোতে উঠে বসলাম। শ্রীনিকেতন পেরিয়ে সিউড়ি রোড ধরে একটু এগিয়ে বাঁ হাত বল্লভপুর জঙ্গলের পথে নেমে গেলাম। বেশ কিছুটা যাবার পরে ও এবার গাড়িটাকে ঢালে নামালো ও উঁচুনীচু গোপথ ধরে একটা গ্রামে প্রবেশ করলাম। গ্রামের নাম খেলেডাঙ্গা। রূপপুর পঞ্চায়েতের অধীন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। গ্রামটা যেমন পরিষ্কার তেমন সুন্দর পথঘাট, আর বাড়ির উঠোন, সবই যেন গোবর লেপা। এই গ্রামের সবাই শিক্ষিত। ছোটরা সবাই স্কুলে যায়। ছেলেমেয়ে বউ সবাইকে দেখালাম সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিচ্ছে। কত নিষ্ঠা। আজ কারও বাড়িতে উনুন জ্বলেনি। সবাই এই পুজোর সঙ্গে জড়িত। আজ নি ও রাতের খাবার এক জায়াগায় হয়েছে। কত আন্তরিক একে অন্যের প্রতি । শুধু এতগুলি বাড়ি বা এতগুলি উনুন, এই গ্রামটা পুরোটাই যেন একটাই পরিবার। ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে সন্ধ্যার মুখে ফিরে এলাম শান্তিনিকেতনে। মনে মনে বললাম, আমি আবার আসব তোমাদের এই গ্রামে, আর আরও অনেক অনেক করে শিখব যৌথবদ্ধ সম্পর্ক কাকে বলে, আরও জানব কীভাবে চাহিদাহীন জীবনযাপন করতে হয় বোঝবার চেষ্টা করব ভালেবাসার বন্ধন আর ত্যাগ কীভাবে মনেতে ধরে রাখা যায়, আমি আবার আসব।

বোলপুরে অসংখ্য হোটেল আছ ৫০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত হোটেলের ভাড়া সকাল ১০.১০-এ হাওড়া থেকে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস চড়ে ১২.৪০টায় বোলপুর পৌঁছয়। ৫০০টাকায় টোটো ভাড়া করে খোয়াই হাট, কঙ্কালীতলা, সৃজনী গ্রাম, সায়ারবিথি, বিশ্বভারতী কোপাই এইসব দেখা যায়। শেষে বলব বোলপুরে আসুন, বারে বারে আসুন। হেমন্তে আসুন, শীতে আসুন, বসন্তে আসুন, বর্ষায় আসুন, শরতে আসুন। হেমন্তে পাখির ডাক শুনতে আসুন, শীতে শীতলতা মাখাতে আসুন, বসন্তে প্রকৃতির রূপে পাগল হতে আসুন, বর্ষায় সজীবতা নিতে আসুন, শরতে কাশ ফুল দেখতে আসুন। বোলপুরে বারে বারে আসুন।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বড় অসুখের পূর্বাভাস

ডা. শ্রীদীপ রায়

ফর্সা মুখে চোখের চারদিকে কালে ছাপ, এ লক্ষণ কিন্তু অসুখের পূর্বাভাষ। তাই ফেলে না রেখে সমাধান খুবই জরুরি। মুখের সৌন্দর্যের একটি অন্যতম হল চোখ। যার যত চোখ ভালো, সে তত সুন্দর। তাতে যদি কালো দাগ পড়ে সেটা খুব অনভিপ্রেত। এ সমস্যা এখন অল্প বয়সেই দেখা দিচ্ছে। আর বয়স বাড়লে তো কথাই নেই। জীবনের চাপে চোখের ধারে ডাক সার্কল ক্রমশই ডার্ক হতে থাকে।

ত্বকের রক্ষের গাঢ়ত্ব নির্ভর করে মেলানিন নামক একটি রঞ্জকের উপর। যার যত বেশি মাত্রায় মেলানিন থাকবে, তার ত্বক তত কালচে হবে। চোখ ও চুলের রং কালো হওয়ার পিছনেও এই রঞ্জকের ভূমিকা আছে। অনেকের চোখের চারপাশে এই রঞ্জক অনেকটা বেশি পরিমাণে জমা হয়, তাই সেই স্থানের ত্বকের রং গাঢ় খয়েরি হয়ে যায়। যা ডার্ক সার্কল হিসেবে দেখা দেয়। এই রোগের প্রকোপে শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউ বাদ যায় না। শিশু ও মহিলাদের এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। বিশ্বজুড়ে ২০-৩০ শতাংশ মানুষ এতে আক্রান্ত। কেন হয়? আমাদের চোখের নীচে খুব কম মাত্রায় মেদ থাকে। এই স্বাস্থ্যকর মেদ ঝরে গেলে তার ফলে ডার্ক সার্কেল প্রকাশ পায়।

মানসিক চাপ- বর্তমান সময়ে যেখানে কম্পিটিশন প্রতি মুহূর্তে সেখানে একচুলও বিরাম নেওয়ার অবাকশ নেই। দীর্ঘদিন ধরে এই মানসিক চাপ চলতে থাকলে চোখের নীচে কালি পড়বেই।

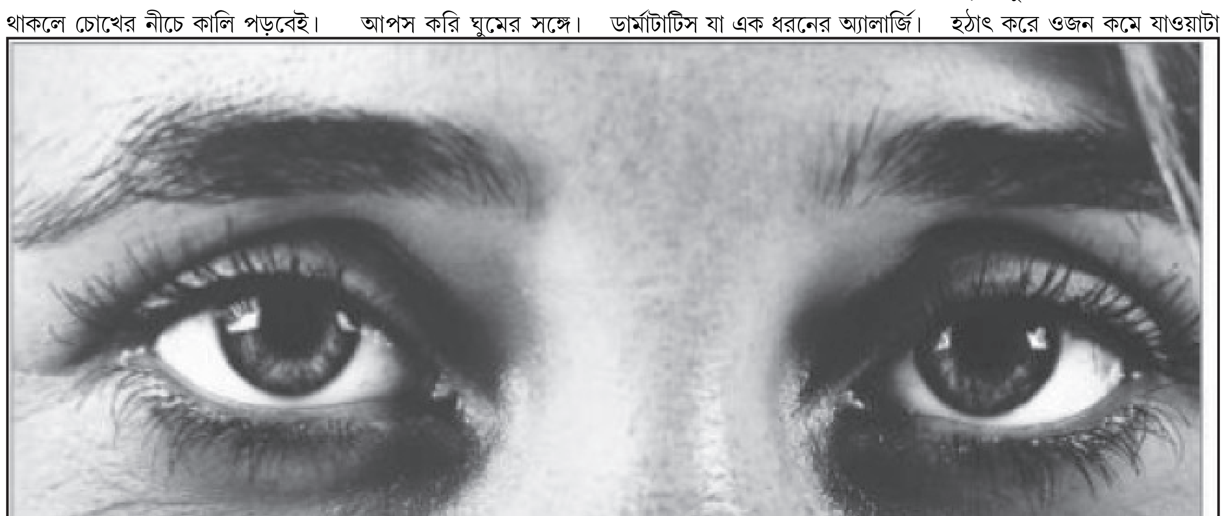

অনিদ্রা- অনেকদিন টানা যদি ঘুম না হয় তার ফলে ডার্ক সার্কল হতে পারে। তাই প্রত্যেকের নিয়মিত পর্যাত ঘুম জরুরি । পাতে ৬-৮ ঘণ্টা ভালো ঘুন হলে সাধারণত ডার্ক সার্কেলের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কাজের চাপে একন মানুষের ঘুমটাই ঠিকমতো হয় না। পরিবার, অফিস, সন্তান পালন সব সামলে কমবেশি সকলেই আপস করি ঘুমের সঙ্গে। এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

জন্মগত - অনেকের আবার ডার্ক সার্কল জন্মগত হয়।

হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া- কারও যদি হঠাৎ করে ওজন কমে যায় তবে শরীরে অনেকরকম প্রক্রিয়াগত অসুবিধাও হয়। ফলে ডার্ক সার্ক দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত ডায়েটের ফলেও ক্ষতি হতে পারে।

ত্বকের সমস্যা- অ্যাটোপিকক ডার্মাটাটিস যা এক ধরনের অ্যালার্জি। এতে চোখ খুব চুলকাতে থাকে। ফলে চোখের নীচের চামড়াটা মোটা হয়ে যায় ও চোখের নীচে কালি পড়তে শুরু করে।

ভাসক্যুলার - অনেক সময় শরীরে রক্ত চলাচলের উপরও নির্ভর করে ডার্ক সার্কল। তাই কারও যদি চোখে পাওয়ার বেড়ে যায় ও দীর্ঘদিন ধরে যদি চশমা পরে সেক্ষেত্রে চোখের তলায় কালি দেখা দিতে পারে। এগুলি সাময়িক কারণ।

বড় অসুখের আভাস- অনিদ্রা বা হঠাৎ করে ওজন কমে যাওয়াটা কিন্তু অনেক রকম গুরুতর রোগের পূর্বাভাস হতে পাবে। যেমন, হাইপোঠাইরয়েডিজম, যক্ষ্মা (টিবি), ডায়াবেটিস, রক্তাল্পাতা, ক্যান্সার প্রভৃতি। রক্তল্পতা হলে ত্বকের জায়গায় পিগমেন্টেশন কমে যায় (ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সাধারণত রক্তাল্পতায় ফ্যাকাসে হয়ে যায় অনেকেই। ফলে চোখের কালি আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। এছাড়া চোখে কোনও আঘাত লাগলেও এমন হতে পারে।

করণীয়- যাঁদের এমন সমস্যা রয়েছে, তাঁরা নিয়মিত চোখের উপর কোল্ড কমপ্রেস বা ঠাণ্ডা সেক দিতে পারেন।

---পাতলা কাপড়ে কিছু বরফ নিয়ে তা ভিজিয়ে চোখে দিতে হবে।

—নিয়মিত নিশ্চিন্তে ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমোতে হবে।

—বেশি করে ভিটামিন-সি (যথা কমলা, বাতাবি, মুসম্বি) যুক্ত ফল খেতে হবে। চিকিৎসা - এমন হলে জেনে নেওয়া দরকার যে সেটা কোনও রোগের কারণে হচ্ছে কিনা। নাকি পরিশ্রম বা মানসিক চাপের কারণে। যদি রোগ থাকে তবে চিকিৎসা করা খুবই প্রয়োজন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। তাই লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করালে আরোগ্য সম্ভব। না হলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

লেবুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বার্ধ্যক্য প্রতিরোধে সাহায্য করে

রিঙ্কি ব্যানার্জি

লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে বাতাবি লেবু একটি পুষ্টিকর সুপরিচিত ফল। বাতাবি লেবুতে ভিটামিন সি, ক্যারোটিন থাকায় এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে দেহের বার্ধক্য প্রতিরোধে সহায়তা করে। দেশের অনেক স্থানেই এটি জাম্বুরা, কোলম বাতাবি নামে পরিচিত। এ দেশের সব অঞ্চলেই কমবেশি এই ফলের চাষ হয়ে থাকে। বাতাবি লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল। এতে ভিটামিন সি রয়েছে ১০৫ মি.গ্রাম, যেখানে লেবুতে রয়েছে ৬৩ মি. গ্রা. কামরাঙায় ৬১ মি.গ্রা.। আমলকি এবং পেয়ারা বাদে অন্য সব ফলের চেয়ে বেশি ভিটামিল সি রয়েছে বাতাবি লেবুতে।

ভিটামিন সি দেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। এর রাসায়নিক নাম অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি ১০০ গ্রাম (খাদ্যপযোগী) বাতাবি লেবুতে ভিটামিন সি বাদে যে সমস্ত পুষ্টি উপাদান রয়েছে তাহল—শ্বেতসার-৮.৫ গ্রা. আমিষ-০.৫ গ্রাম. স্নেহ-০.৩ গ্রা. ভিটামিন বি-০.০৬ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-২-০.০৪ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম-৩৭ মি.গ্রা. আয়রন-০.২ মি. গ্রা. ক্যারোটিন-১২০ মাইক্রোগ্রাম, খাদ্যশক্তি-৩৮ কিলো ক্যালরি। বাতাবি লেবুতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকায় এটি রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে। এই ভিটামিন বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন সর্দি কাশি ও ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করে এবং দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ভিটামিন সি দেহের ক্ষতস্থান দ্রুত নিরাময়ে সহায়তা করে, দেহের ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে। এর অভাবে ত্বক খসখসে ও শক্ত হয়ে পড়ে।

ভিটামিন সি-এর অভাবে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত ও পুঁজ নির্গত হয়। এই সমস্যাকে বলা হয় স্কার্ভি। স্কার্ভি হলে অকালে দাঁত পড়ে যায়। গর্ভবতী মা এবং গর্ভস্থ শিশুর সুস্বাস্থের জন্য ভিটামিন সি অত্যন্ত দরকারি। বাতাবি লেবুতে ভিটামিন সি ও ক্যারোটিন থাকায় এটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে দেহের বার্ধক্য প্রতিরোধে সহায়তা করে। ভিটামিন সি-এর অভাবে রক্তস্বল্পতা ও দুর্বলতা দেখা দেয়, রক্তপাত হলে সহজেই বন্ধ হয় না, শিশুদের দৈহির বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ভিটামিন সি মুখগহ্বর, পাকস্থলী, ফুসফুস, অগ্ন্যাশয় এবং স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। বাতাবি লেবুতে পর্যন্ত রস ডায়াবেডিস রোগীর জন্য অত্যন্ত স্কোয়াশ ও জেলি প্রস্তুতে এটি ব্যবহৃত হয়। বাতাবি লেবুর রস ডায়াবেটিস রোগীর জন্য অত্যন্ত উপকারী। সুতরাম ভিটামিন সি -এর চাহিদা পূরণে আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল বাতাবি লেবু, পেয়ারা, আমলকী, আমড়া, লেবু, কামরাঙা, পাকা পেঁপে, কুল, জলপাই ইত্যাদি রয়েছে, ফলে বিদেশ থেকে বেশি দামে কমলালেবু আমদানি করার প্রয়োজন নেই। আমাদের ব্যাপকভাবে দেশ ফল চাষ করার দিকে সচেতন এবং যত্নবান হতে হবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

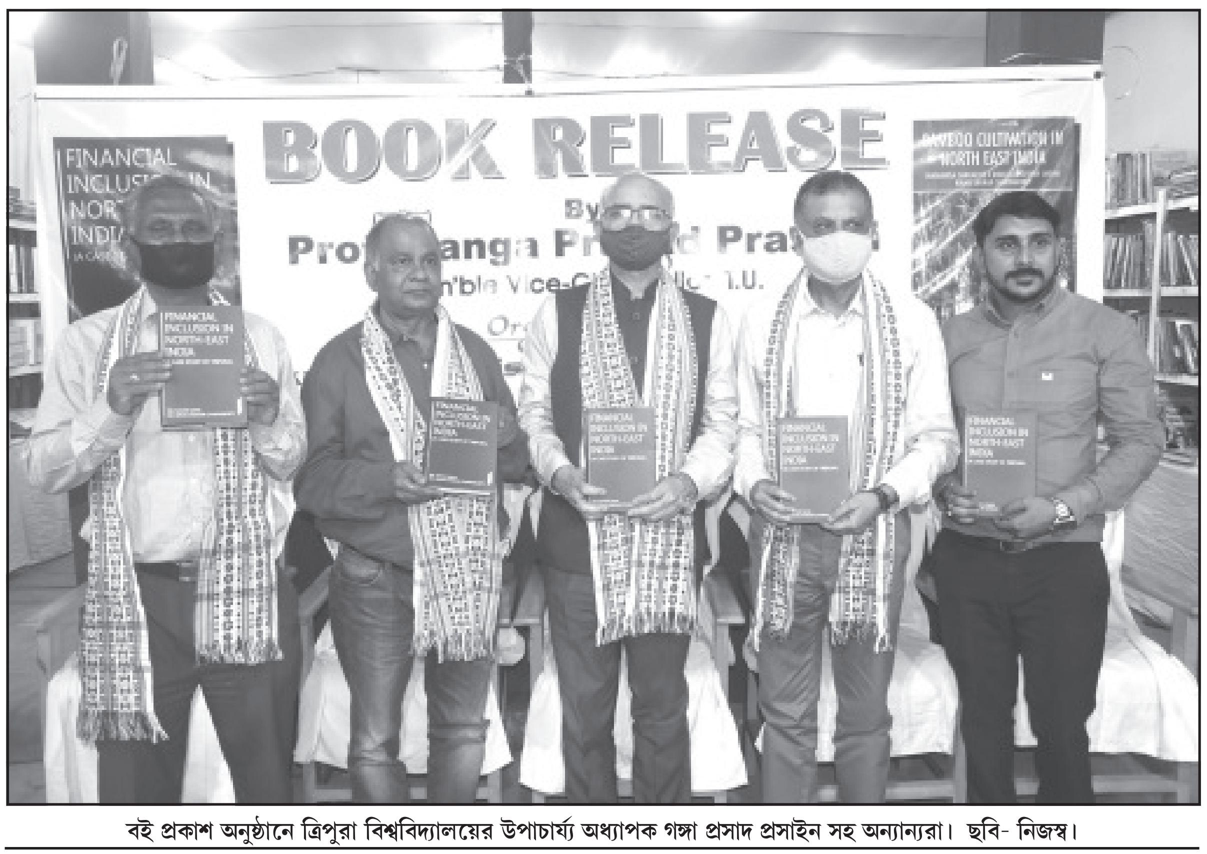

বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক গঙ্গা প্রসাদ প্রসাইন সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

দৈনিক সংক্রমণ ১৫ হাজার ছুঁইছুঁই সুস্থতা ১.০৮ কোটির বেশি

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): ভারতে এবার ১৫ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ১০০-র নীচে। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৪ হাজার ৯৮৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৩,১২৩ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৮,১২,০৪৪ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৪,৯৮৯ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫১৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৩,১২৩ জন। ৯৮ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৭,৩৪৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার ১২৬ জন (১.৫৩ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ১,৭৬৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ২০ হাজার ৭৪৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৩০ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

হাতুড়ির আঘাতে স্ত্রী ও দুই মেয়ের মৃত্যু, পলাতক ৬০ বছরের স্বামী

বুলন্দশহর (উত্তর প্রদেশ), ৩ মার্চ (হি.স.): রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেল উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে। হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে স্ত্রী ও দুই মেয়েকে খুন করল বছর ৬০-এর বাবা। হাতুড়ির আঘাতে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক মেয়ে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। অভিযুক্ত বাবা মানসিকভাবে দুর্বল বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই বছর ৬০-এর ওই অভিযুক্ত সইদ পলাতক। পুলিশ তাকে খুঁজছে, কেন এই হত্যালীলা তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। বুধবার এসএসপি সন্তোষ কুমার সিং জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবার রাতে হাতুড়ি দিয়ে তিন মেয়ে এবং স্ত্রীকে আঘাত করে ৬০ বছরের এক ব্যক্তি। স্ত্রী এবং দুই মেয়ের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। আরও একটি মেয়ে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ওই অভিযুক্ত। তদন্ত শুরু হয়েছে।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ত্রী এবং মেয়েদের সন্দেহ করত সইদ।

ভূমিধসে ৮ ঘন্টা অবরুদ্ধ শ্রীনগর-জম্মু হাইওয়ে, যানজটে দুরাবস্থা

শ্রীনগর, ৩ মার্চ (হি.স.): ভূমিধসের জেরে আবারও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল সমগ্র দেশের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকাকে সংযোগকারী শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়ক। বুধবার ভোররাত তিনটে থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়ক। ভূমিধসের কবলে পড়ে যায় একটি তেলের ট্যাঙ্কার। দীর্ঘ সময়ের অক্লান্ত চেষ্টার পর, ওই তেলের ট্যাঙ্কারটিকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। প্রায় ৮ ঘন্টা পর শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়কে স্বাভাবিক হয় যানবাহন চলাচল। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অথরিটি জানিয়েছে, রামবান জেলার বানিহালের শাবানবাস এলাকায় ভূমিধসের কারণে, বুধবার ভোররাত তিনটে থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়ক। ভূমিধসের কারণে আটকে পড়ে একটি তেলের ট্যাঙ্কার। পরে ওই তেলের ট্যাঙ্কারটিকে উদ্ধার করা হয়। প্রায় ৮ ঘন্টা শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় জাতীয় সড়কের উভয় দিকে আটকে পড়ে অসংখ্য যানবাহন, যানজটে নাকাল হতে হয় মানুষজনকে। পরে যানবাহন স্বাভাবিক হয়েছে।

দিল্লি পৌরসভা উপ-নির্বাচনে ৪টি ওয়ার্ডে আপ-এর জয়, কংগ্রেস একটিতে

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): দিল্লিতে পৌরসভা উপ-নির্বাচনে আম আদমি পার্টি (আপ)-র জয়জয়কার। পাঁচটি ওয়ার্ডের মধ্যে চারটিতে জয়লাভ করেছে কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। একটি ওয়ার্ডের জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। উপ-নির্বাচনে খাতা খুলতে পারল না বিজেপি। গত রবিবার পাঁচটি ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছিল। বুধবার ফল ঘোষণার পর কল্যাণপুরী, রোহিণী-সি, ত্রিলোকপুরী এবং শালিমার বাগ ওয়ার্ডে আপ জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস জয়ী হয়েছে চৌহান বাঙ্গার ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডে আপ প্রার্থী মহম্মদ ইশরাক খানকে ১০,৬৪২ ভোটে হারিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী চৌধুরী জুবাইর আহমেদ।

ওয়ার্ড নম্বর ৬২ এন (শালিমার বাগ উত্তর)-এ ২,৭০৫ ভোটে জয়ী হয়েছেন আপ প্রার্থী সুনিতা মিশ্র। সুনিতা পরাজিত করেছেন বিজেপি প্রার্থী সুরভী জাজুকে। এই ওয়ার্ড আগে বিজেপির দখলে ছিল। ওয়ার্ড নম্বর ৮ (কল্যাণপুরী)-এ ৭,০৪৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন আপ প্রার্থী ধীরেন্দ্র কুমার। ত্রিলোকপুরীতে বিজেপির ওম প্রকাশকে ৪,৯৮৬ ভোটের মার্জিনে হারিয়েছেন আপ প্রার্থী বিজয় কুমার। রোহিণী সি ওয়ার্ডে বিজেপির রাকেশ গয়ালকে ২,৯৮৫ ভোটে হারিয়েছেন আপ প্রার্থী রাম চান্দের। উপ-নির্বাচনে এই সাফল্যের পর আপ নেতা তথা দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া জানিয়েছেন, 'আমাদের উপর আস্থা রেখেছেন দিল্লির জনগণ। বিজেপির উপর জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন, এই ফলাফল তারই প্রতিফলন। ২০২২ সালের দিল্লি পৌরসভা নির্বাচনে বিজেপি মুছে যাবে।' আপ-এর সাফল্যে আনন্দে মেতে উঠেছেন কর্মী-সমর্থকরা।

অনুরাগ-তাপসীর বাড়িতে আয়কর হানা, বলিউডে চাঞ্চল্য

মুম্বই, ৩ মার্চ (হি.স.): বলিউডের একাধিক খ্যাতনামা তারকার বাড়িতে তল্লাশি চালাল আয়কর বিভাগ। আয়কর বিভাগের এই অভিযানকে ঘিরে বেশ চাঞ্চল্য ছড়াল বলিউডে। এই তালিকায় রয়েছেন পরিচালক অনুরাগ কশ্যপ থেকে শুরু করে অভিনেত্রী তাপসী পান্নু। এ ছাড়াও আছেন পরিচালক বিকাশ বহেল ও মধু মন্টেনা। প্রযোজনা সংস্থা, জনসংযোগ সংস্থা ও 'ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট' দফতর মিলিয়ে মোট ২০টি স্থানে হানা দিয়েছেন আয়কর বিভাগের আধিকারিকেরা। কিন্তু, কে তা জানা যায়নি। সূত্রের খবর, অনুরাগ ও বিকাশদের প্রযোজনা সংস্থা 'ফ্যান্টম ফিল্মস'-এর আর্থিক লেনদেন ঘিরেই শুরু হয়েছে আয়কর দফতরের এই তল্লাশি। অনুরাগ কশ্যপ, বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে, প্রযোজক মধু ও বিকাশ বহেল মুম্বইয়ে তৈরি করেছিলেন এই প্রযোজনা সংস্থা। এই সংস্থার প্রথম ছবি 'লুটেরা'। তার পরে একে একে 'কুইন', 'বম্বে ভেলভেট', 'উড়তা পাঞ্জাব'-এর মতো উচ্চ প্রশংসিত ছবি প্রযোজনা করে মুম্বইয়ের প্রথম সারিতে উঠে এসেছিল 'ফ্যান্টম'। 'ফ্যান্টম'-এর প্রযোজনায় 'মনমরজিয়া' ছবিতে কাজ করেছিলেন অভিনেত্রী তাপসী পান্নু। 'ফ্যান্টম' ছাড়াও প্রযোজনা সংস্থা 'রিলায়েন্স এন্টার্টেইনমেন্ট'-এর প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক শিবাশিস সরকারের একাধিক বাড়িতে হানা দেন আয়কর আধিকারিকেরা।

”দিদির সঙ্গেই ছিলাম, থাকবও”: যোগদানের পর মন্তব্য সায়ন্তিকার

কলকাতা,৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বর্তমানে টলিউডে লেগেছে যোগদানের হিড়িক। কিছুদিন আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন একগুচ্ছ তারকা। এরই মাঝে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী। আর বুধবার তৃণমূলে যোগ দিলেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা।

তৃণমূলে যোগ দিয়েই সায়ন্তিকা বলেন, ”দিদির পাশে ছিলাম, আছি, থাকব। দিদির বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার চেষ্টা করব। এখন কিন্তু সঠিক সময় এসে গেছে বাংলার মানুষকে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করার। বাংলার মানুষ এগিয়ে আসুন, দিদির সঙ্গে থাকুন। বাংলা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চায়”। বলে রাখি,তৃণমূলে এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলে যোগ দেন। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

মন্ত্রী গৌতম দেবকে প্রার্থী না করতে কৌশলী বার্তা তৃণমূল নেতৃত্বকে

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি. স.) : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার বিদায়ী বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই ওই এলাকায় তাঁর বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার! পোস্টারে কোথাও মন্ত্রীর নাম না থাকলেও নিশানায় যে খোদ মন্ত্রী, তা ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। এই পোস্টার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় ইতিমধ্যেই বিশাল রদবদল হয়েছে দলের অন্দরে। এই পরিস্থিতিতে প্রার্থী তালিকাতেও যে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে, তা বলছে ওয়াকিবহল মহল। এখন এই পরিস্থিতিতে খোদ বিধায়ক তথা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পোস্টারে মাথাচাড়া দিচ্ছে অনেক প্রশ্ন। বুধবার সকাল হতেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে চোখে পড়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে পোস্টার। উত্তরকন্যা, ভালোভাসা মোড় সহ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার একাধিক জায়গায় পোস্টার পড়েছে। পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আমরা ভূমিপুত্র চাই।' সৌজন্যে 'আমরা দিদির তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক'। এখন ”ভূমিপুত্র চাই” মানে কাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? তা স্পষ্ট না হলেও, এর থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে গৌতম দেবকে প্রার্থী হিসেবে চাইছে না দলেরই একাংশ।

কে বা কারা এই পোস্টার কাণ্ডের সাথে জড়িত, সে বিষয়ে কোনও সদুত্তর এখনও মেলেনি। যদিও এবিষয়ে সরাসরি বিজেপিকে উদ্দেশ করে তোপ দেগেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ব্লক সভাপতি দেবাশিষ প্রামাণিক। তিনি বলেন,'কে বা কারা এই ধরনের কাজ করছে তা আমার জানা নেই। তবে গত দশ বছরে এই বিধানসভা কেন্দ্রে যা উন্নয়ন হয়েছে, তা গৌতম দেবের হাত ধরেই হয়েছে। এটা এক প্রকার বিরোধীদের চক্রান্ত। কারণ দলের মধ্যে ভাঙন ধরাতে পারলে ভোটে তাদেরই সুবিধে হয়।' অন্যদিকে ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করা বলতে ব্লক সভাপতি দেবাশিষ প্রামানিকের কথা বলা হয়েছে বলেও কানাঘুষো শুরু হয়েছে জেলা রাজনৈতিক মহলে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সর্বানন্দ সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনতার কাছে তুলে ধরে সমগ্র করিমগঞ্জ জেলা চষে বেড়াচ্ছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা

করিমগঞ্জ (অসম), ২ মার্চ (হি.স.) : বিজেপিকে প্রতিহত করতে রাজ্যে গঠিত হয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সাত দলীয় মহাজোট। জোটের শরিক প্রতিটি দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিজেপিকে শাসন ক্ষমতার বাইরে রাখা। আর এই উদ্দেশ্যকে শান দিতে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা অসম সফরে এসে দলীয় নেতা কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সঞ্জীবনীর যোগান দেওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রদেশ কংগ্রেস ইতিমধ্যে 'আহক অসম বচাও' (আসুন আসাম বাঁচাই) বাস যাত্রার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সাধারণ জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের কার্যসূচি শুরু করেছে। কিন্তু সমগ্র রাজ্য সহ প্রান্তিক জেলায়ও কংগ্রেসের এই 'আসুন আসাম বাঁচাই' কার্যসূচি কার্যত সুপার ফ্লপ শো-য় পরিণত হয়েছে।

সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেবের নেতৃত্বে গত বুধবার করিমগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত আসুন আসাম বাঁচাই বাসযাত্রায় সাধারণ জনগণের মধ্যে কোনও ধরনের উৎসাহ বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যে আশা করেছিলেন, বাস্তবে সুস্মিতার বাস যাত্রায় আশানুরূপ প্রভাব পড়েনি। তাইতো বাস যাত্রার প্রতি জেলার সাধারণ জনগণের কোনও সমর্থন ও আগ্রহ না দেখে সুস্মিতা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বাস যাত্রা সম্পূর্ণ না করে মাঝপথেই ফিরে যান। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য 'আসুন আসাম বাঁচাই' বাস যাত্রা সফল হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে সুস্মিতার মাঝপথে বাস যাত্রা ছেড়ে চলে যাওয়াটা কিন্তু জেলা কংগ্রেসের জন্য মোটেই শুভ সংকেত নয় বলে জেলার রাজনৈতিক বিজ্ঞ মহলের ধারণা।

এদিকে কংগ্রেসের 'আসুন আসাম বাঁচাই' কার্যসূচি এবং মহাজোটের 'বিজেপি হটাও' স্লোগানের বিপরীতে বিজেপি 'পরিবার সম্পর্ক অভিযান' জোর কদমে শুরু করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সফলতা ও জনমুখি প্রকল্পগুলো প্রত্যেক নাগরিকের সামনে তুলে ধরাই হলো এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায়ও পরিবার সম্পর্ক অভিযান দলীয় নেতারা জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে জোর কদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। জেলা স্তরের নেতা থেকে শুরু করে বুথ স্তরের নেতা কর্মীরাও এই অভিযান একশো শতাংশ সার্থক করে তুলতে কোমর কষে মাঠে নেমেছেন। প্রতিদিন নিয়ম করে সকাল থেকে রাত অবধি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলো সম্বন্ধে জনগণকে ওয়াকিবহাল করছেন।

জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, জেলা এসসি বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, জেলা বিজেপির দুই সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক ও দিলীপ দাস, জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন সহ দলীয় সাংসদ বিধায়করাও এই পরিবার সম্পর্ক অভিযানে শামিল হয়ে বিজেপি দলের চিন্তাধারা ও রাজ্য সরকারের গত পাঁচ বছরের উপলব্ধি সাধারণ জনগণের কাছে তুলে ধরছেন। শহর থেকে গ্রাম গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। করিমগঞ্জ জেলার চা শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে সকল প্রকল্প চালু করেছে, পরিবার সম্পর্ক অভিযানের মাধ্যমে সেগুলোও বাগান এলাকার জনগণের কাছে তুলে ধরছেন বিজেপি নেতারা।

করোনা সংকটের সময় সরকার জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে যে ভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো তাও পুনরায় জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবারের নির্বাচনেও রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে সকলের সহোযোগিতা কামনা করছেন বিজেপি নেতারা। আর্থিক ভাবে দুর্বল শ্রেণির লোকেদের চিকিৎসার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা প্রচলিত অটল অমৃত যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প সহ অরুণোদয় যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী সুহৃদ প্রকল্প, উজ্জ্বলা যোজনা, কৃষক সম্মান নিধি, বিকলাঙ্গ ভাতা, ভূমিহীনদের ভূমির ব্যবস্থা করে দেওয়া সহ সর্বানন্দ সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সফলতা জনগণের কাছে তুলে ধরে সমগ্র জেলা চষে বেড়াচ্ছেন জেলা বিজেপির নেতা, কর্মী সমর্থকরা।

শাসকদলকে রুখতে মরিয়া কংগ্রেস, জমি ধরে রাখতে জনমুখি প্রকল্প জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ময়দানে বিজেপি

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ মার্চ (হি.স.) : বিজেপিকে প্রতিহত করতে রাজ্যে গঠিত হয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সাত দলীয় মহাজোট। জোটের শরিক প্রতিটি দলের মুখ্য উদ্দেশ্য বিজেপিকে ক্ষমতার বাইরে রাখা। আর এই উদ্দেশ্যকে শান দিতে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা অসম সফরে এসে দলীয় নেতা কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সঞ্জীবনীর যোগান দেওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রদেশ কংগ্রেস ইতিমধ্যে 'আহক অসম বচাঁও' (আসুন অসম বাঁচাই) বাসযাত্রার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সাধারণ জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের কর্মসূচি শুরু করেছে। কিন্তু সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি করিমগঞ্জ জেলায়ও কংগ্রেসের 'আসুন অসম বাঁচাই' কর্মসূচি কার্যত সুপার ফ্লপ শো-তে পরিণত হয়েছে।

সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেবের নেতৃত্বে গত বুধবার করিমগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত আসুন আসাম বাঁচাই বাসযাত্রায় সাধারণ জনগণের মধ্যে কোনও ধরনের উৎসাহ বা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যে আশা করেছিলেন, বাস্তবে সুস্মিতার বাসযাত্রায় আশানুরূপ প্রভাব পড়েনি। তাই বাসযাত্রার প্রতি জেলার সাধারণ জনগণের কোনও সমর্থন ও আগ্রহ না দেখে সুস্মিতা নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বাসযাত্রা সম্পূর্ণ না করে মাঝপথেই ফিরে যান। জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য 'আসুন অসম বাঁচাই' বাসযাত্রা সফল হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে সুস্মিতার মাঝপথে বাসযাত্রা ছেড়ে চলে যাওয়াটা কিন্তু জেলা কংগ্রেসের জন্য মোটেই শুভ সংকেত নয় বলে জেলার রাজনৈতিক বিজ্ঞ মহলের ধারণা। এদিকে কংগ্রেসের 'আসুন অসম বাঁচাই' কর্মসূচি এবং মহাজোটের 'বিজেপি হটাও' স্লোগানের বিপরীতে বিজেপি 'পরিবার সম্পর্ক অভিযান' জোর কদমে শুরু করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সফলতা ও জনমুখী প্রকল্পগুলো প্রত্যেক নাগরিকের সামনে তুলে ধরাই হলো এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায়ও পরিবার সম্পর্ক অভিযান দলীয় নেতারা জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে জোর কদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। জেলা স্তরের নেতা থেকে শুরু করে বুথ স্তরের নেতা কর্মীরাও এই অভিযান একশো শতাংশ সার্থক করে তুলতে কোমর কষে মাঠে নেমেছেন। প্রতিদিন নিয়ম করে সকাল থেকে রাত অবধি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলো সম্বন্ধে জনগণকে ওয়াকিবহাল করছেন। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, জেলা এসসি বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, জেলা বিজেপির দুই সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক ও দিলীপ দাস, জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন সহ দলীয় সাংসদ বিধায়করাও এই পরিবার সম্পর্ক অভিযানে শামিল হয়ে বিজেপির চিন্তাধারা ও রাজ্য সরকারের গত পাঁচ বছরের উপলব্ধি সাধারণ জনগণের কাছে তুলে ধরছেন। শহর থেকে গ্রাম গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। করিমগঞ্জ জেলার চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে সকল প্রকল্প চালু করেছে, পরিবার সম্পর্ক অভিযানের মাধ্যমে সেগুলোও বাগান এলাকার জনগণের কাছে তুলে ধরছেন বিজেপি নেতারা।

করোনা সংকটের সময় সরকার জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তা-ও পুনরায় জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবারের নির্বাচনেও রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁদের সহোযোগিতা কামনা করছেন বিজেপি নেতারা। আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির লোকদের চিকিৎসার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা গৃহীত অটল অমৃত যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প সহ অরুণোদয় যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী সুহৃদ প্রকল্প, উজ্জ্বলা যোজনা, কৃষক সম্মান নিধি, দিব্যাঙ্গ ভাতা, ভূমিহীনদের পাট্টার ব্যবস্থা করে দেওয়া সহ সর্বানন্দ সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সফলতা জনগণের কাছে তুলে ধরে সমগ্র জেলা চষে বেড়াচ্ছেন জেলা বিজেপির নেতা, কর্মী সমর্থকরা।

কেমন হবে বিজেপি-র তালিকা টানটান উত্তেজনায় অনেকেই

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি স)। বিজেপি-র প্রার্থীতালিকা কখন প্রকাশ হবে? টানটান উত্তেজনায় অপেক্ষা করছেন ওঁরা। কেউ ছিলেন গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী! কেউ আনকোরা নতুন মুখ। অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত নাকি ভোটের টিকিট পাওয়া নিশ্চিত জেনে যোগ দিয়েছেন বিজেপি-তে। অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের টিকিটপ্রাপ্তিও এক রকম নিশ্চিত। সদ্য বিজেপি-তে যোগ দেওয়া নায়িকা পায়েল সরকারকে নাকি দল প্রার্থী করবে বালুরঘাটে। আরও অন্তত তিন-চার জন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আগ্রহী পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপি-র প্রার্থী হতে। আগ্রহীদের তালিকায় আছেন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, অধ্যাপকবিভিন্ন পেশার মানুষ। ওঁদের অনেকেই দলের ওপরমহলে যে যাঁকে পেরেছেন সনির্বন্ধ অনুরোধ করে রেখেছেন। তালিকা প্রকাশের প্রাক্কালে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় প্রায় সকলেই।

একসময় একটি বাংলা দৈনিকে সাংবাদিকতা করতেন সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী। সেই পেশা ছেড়ে রাজনীতিতে আসেন ক'বছর আগে। মহিলা মোর্চার সক্রিয় সদস্য হিসাবে নেতৃত্বের চোখে পড়েন। এক অর্থে হয়ে উঠেছিলেন মোর্চার তৎকালীন সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী। গত বছর ঠাঁই পেয়েছেন দলের রাজ্য কমিটিতে। সঙ্ঘমিত্রা থাকেন যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার একটি ফ্ল্যাটে। আবেদনের তালিকায় তাঁর নাম আছে যাদবপুর আর রায়দিঘিতে। সঙ্ঘমিত্রা অপেক্ষায় আছেন টানটান উত্তেজনা নিয়ে। বুধবার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে দল প্রার্থী করেছিল রায়দিঘিতে। '১১-তে ওই আসনে বিজেপি পেয়েছিল হাজার তিন ভোট। সেটা ১২ হাজারে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। এবার দল কোথায় প্রার্থী করবে বুঝতে পারছি না। বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেকে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছেন। দেখা যাক! এমনিতেই তো প্রতিদিন বিভিন্ন জেলায় সভায় বক্তৃতা করতে যেতে হচ্ছে। প্রার্থীর দায়িত্ব পেলে তো চরকির মত ছুটতে হবে! রাতের ঘুমই উড়ে যাবে!“

সূত্রের খবর, যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিবেচনার তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডক্টরেট মোহিত রায়ের নাম। '১৬-র ভোটেও এই কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন। অনুপ্রবেশের বিপজ্জনক পরিণাম নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন নানা সভায়। নেতাজী ইন্ডোরে অমিত শাহর উদ্বাস্তু বিষয়ক সভার মঞ্চে পেয়েছিলেন সম্মানের আসন। তিনি প্রহর গুনছেন চূড়ান্ত ঘোষণার জন্য। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, “প্রচারের সময় তো খুব বেশি নেই। এবারের পরিস্থিতি অন্যরকম। নাম ঘোষণা হোক! দেখা যাক!'

এভাবেই দক্ষিণ সোনারপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হওয়ার আশা মনোরঞ্জন জোয়ারদারের। '১৬-র ভোটেও প্রার্থী হয়েছিলেন এই কেন্দ্রে। পেশায় বঙ্গবাসী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। কিসের ভিত্তিতে প্রার্থী হতে চান? 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, “ক্লাশ নাইন থেকে ভারত সেবাশ্রমের সঙ্গে আমি যুক্ত। গোসাবার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলাম। প্রায় আজীবন যুক্ত গ্রামেগঞ্জে সমাজসেবার সঙ্গে। এ ছাড়াও তৈরি করেছি 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন সমিতি'। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জাতীয়তাবাদের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছি। অজস্র সভা-সমাবেশ করেছি। এ সব দল নিশ্চয়ই বিবেচনা করছে!“

প্রার্থী হওয়ার আশায় রয়েছেন দক্ষিণ কলকাতার মিতালি সাহা। বিজেপি-র রাজ্য কমিটির এক বরিষ্ঠ আধিকারিক ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে মিতালিকে প্রার্থী হতে বলেছিলেন। এ কথা জানিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে মিতালি বললেন, “প্রার্থী হতে পারলে খুশি হব। তবে, এবার আশা করাটাও দুঃসাহস। শুনছি ৪৬ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১২০টি আসনে প্রার্থী হবেন আরএসএস, বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি সংগঠনের মনোনীতরা। তালিকা অনেক দিন আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কারা তাতে আছেন, মানে শেষ পর্যন্ত কে যে টিকিট পাবেন, বা পাবেন না, সম্ভবত অমিত শাহ ছাড়া কেউ সঠিক জানেন না।'

এভাবেই, টিকিট-প্রত্যাশীদের তালিকায় আছেন একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকের প্রাক্তন সাংবাদিক দিবাকর রায়। মুকুল রায়ের অন্যতম স্নেহধন্য দিবাকরের জনসংযোগ রয়েছে বিভিন্ন মহলে। এটাই তাঁর প্রথম ভোটনৌকোয় চড়ার চেষ্টা। প্রার্থী হওয়ার অপেক্ষায় আছেন আদতে হুগলির বলাগড়ের, অধুনা বারাসতের বীথিকা মন্ডল। তবে, এখনই ওঁরা প্রচারমাধ্যমে মুখ খুলতে রাজি নন। সময় যত এগোচ্ছে, বাড়ছে কৌতূহল। কলকাতা থেকে কেউ কেউ ফোনে দিল্লিতে খোঁজ নিচ্ছেন, “কোনও খবর এল?” হিন্দুস্থান সমাচার।

হরেকরকম

স্তন ক্যান্সার হওয়ার পেছনে মূল কারণগুলি

স্ন ক্যান্সারের নাম শোনেননি এমন নারী হয়তো আপনি খুঁজে পাবেন না। কারণ বর্তমানে বিশ্বে নারীদের কাছে স্তন ক্যান্সার একটি আতঙ্কের নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এর প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, কিছুদিন আগে স্তন ক্যান্সারের কারণে হলিউডের অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি তার স্তন অপসারণ করেছেন। তাই নারীদের স্তন ক্যান্সার মোটেই হালকাভাবে নেওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার দৈনন্দিন কিছু অভ্যাসের কারণে আপনিও রয়েছেন স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে? আসুন এ বিষয়ে জেনে নিই কিছু দরকারি তথ্য।

বক্ষবান্ধবী সারাক্ষণ পরে থাকা ঃ সারাক্ষণ বক্ষবন্ধনী পরে থাকার কারণে ঘাম নির্গত হওয়ার অসুবিধে, আর্দ্রতা জমে থাকা, সব মিলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। ঘরে থাকার সময়টুকুতে বক্ষবন্ধনী ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন।

ভুল সাইজের বক্ষবান্ধবী ব্যবহার ঃ স্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার করুন। কেননা নয়তো এটি আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দিতে পারে অনেকখানি। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিসুযগুলোকে ঠিকমতো সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট বা টাইট ব্রা স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলো কেটে ফেলতে পারে।

লেবেল না দেখে ডিওডোরেন্ট কেনা ঃ আজকাল কর্মজীবী নারী হোক বা শিক্ষার্থী সারাদিনের বাইরে থাকা আর সেই সঙ্গে ঘামের দুর্গন্ধ এড়াতে ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করেন প্রায় সবাই। এতে নিজের ফ্রেশ ভাবটা যেমন বজায় থাকে তেমনি ঘামের গন্ধের কারণে অন্য কারোর সামনেও বিব্রত হতে হয় না। কিন্তু এই ডিওডোরেন্ট কেনার সময় খেয়াল রাখুন কী কী উপাদান আছে এতে। অ্যালুমিনিয়াম বেসড উপাদান থাকলে তা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। ডিওডোরেন্ট যেহেতু আপনি প্রতিদিন ব্যবহার করেন, তাই কোন কোম্পানির পণ্যটি ব্যবহার করবেন তা আগে একজন স্কিন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিন।

প্লাস্টিকের বক্সে সবসময় খাবার রাখা ঃ প্লাস্টিকের বক্সে খাবার রাখা এবং বিশেষত সেটিতেই ওভেনে গরম করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এর চেয়ে কাচের পাত্র ব্যবহার করুন। আর প্লাস্টিকের ব্যবহার করতে চাইলে তা ফুড গ্রেড কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

কেমিক্যালযুক্ত চুলের রং ব্যবহার ঃ চুল থেকে যাওয়া বা হাল ফ্যাশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চুলে নানা রঙের ব্যবহার, যেটিই হোক না কেন, দোকান থেকে সস্তার চুলের রং কিনে আনবেন না। এতে চুল তো পড়ে যেতে পারেই, সেই সঙ্গে এতে ব্যবহার ক্ষতিকর কেমিক্যালের কারণে হতে পারে স্তন ক্যান্সার। তাই ভালো কোম্পানির ভেষজ চুলের রং ব্যবহার করুন। আর মেহেদি ব্যবহার করলে তা একদিকে যেমন চুলের জন্য ভালো আর সেই সঙ্গে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই।

এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার ঃ ঘরের দুর্গন্ধ দূর করতে বা সুগন্ধিযুক্ত ঘর পেতে এয়ার ফ্রেশনের ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। কিন্তু এতে থাকা প্যাথালেট নামক প্লাস্টিসাইজিং কেমিক্যাল, যা সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে। এটির সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের সরাসরি সম্পর্ক আছে। এর চেয়ে ফুটন্ত জলেতে এক টুকরো দারুচিনি ফেলে দিন। এবার দেখুন ঘরময় কি সুগন্ধই না ছড়াচ্ছে।

ন্যাপথলিনের ব্যবহার ঃ আলমারির কাপড়চোপড় পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে নেপথলিন তো আমরা ব্যবহার করেই থাকি। অনেকে আবার বাথরুমের দুর্গন্ধ এড়াতে বেসিনের সিঙ্কেও ফেলে রাখেন কয়েকটি। কিন্তু এটি পুরোটাই ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি, যা কেবল পোকামাকড়কে ১০০ মাইল দূরেই রাখে না, বরং আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ায় বহুগণে। এর চেয়ে নিমপাতা শুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে রেখে দিন। একই উপকার পাবেন।

কেমিক্যালযুক্ত ক্লিনার ব্যবহার ঃ অদ্ভুত হলেও সত্যি যে, আপনার রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কেবিনেট যে রঙিন তরল ক্লিনার দিয়ে আপনি পরিষ্কার করছেন, তাতে থাকা কেমিক্যাল কেবল আপনার স্তন ক্যান্সারই নয় বরং অন্য ধরনের ক্যান্সার ও বিভিন্ন ধরনের ক্রমিক রোগ, যেমন মাইগ্রেন ও এলার্জিরও জন্ম দিতে পারে। তাই ক্যামিক্যালযুক্ত এই ক্লিনার ব্যবহার না করে ভিনেগার বা বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন।

একই জমিতে আপেল-ড্রাগন চাষের পদ্ধতি

আপেল বলতে প্রথমেই মনে পড়ে কাশ্মীরের কথা। কিন্তু চায়ের জেলা জলপাইগুড়িতেও যে আপেল চাষ সম্ভব তা প্রমাণ করে দেখাচ্ছে জলপাইগুড়ি মোহিতনগর উদ্যান পালন গবেষণা ও উন্নত খামার। আপেলের পাশাপাশি একই জমিতে চাষ হতে পারে ড্রাগন ফ্রুটের। সুস্বাদু এবং অর্থকরী এই দুই ফলের চাষ করে লক্ষ্মীলাভ করতে পারেন আপনিও।

আপেল চাষের জন্য প্রয়োজন বেলে ও বেলে-দোঁআশ মাটি। মাটির পিএইচ মাত্রা যাতে সাড়ে চার থেকে সাড়ে ছয়ের মধ্যে থাকে তা সবার আগে দেখে নিতে হবে। আপেল গাছের চারা নির্বাচন আর একটি বড় ফ্যাক্টর। বাজারে হরেক রকম চারা পাওয়া গেলেও প্রতিষ্ঠিত নার্সারির সঙ্গে আপেল চারার জন্য যোগাযোগ রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে টিস্যু কালচার ভ্যারাইটির পাশাপাশি ডরসেট এবং আন্না ভ্যারাইটির চারাই চাষের জন্য নির্বাচন করুন।

গাছ বোনার ক্ষেত্রে প্রথমে জমি তৈরি করুন। গোবর সারের সঙ্গে মিশ্রণ তৈরি করুন মাটির। সেই সঙ্গে দিতে হবে ভার্মি কম্পোস এবং নিমখোল। আট থেকে দশ ফুট অন্তর আপেল গাছের চারা রোপণ করুন। পরিচর্যার ক্ষেত্রে শীতকালে একদিন অন্তর পরিমাণ মতো জল দিতে হবে। তবে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে অতিরিক্ত জল যাতে না দেওয়া হয়। তাতে গাছের গোড়া পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গাছের গোড়া পচে গেলে অবধারিতভাবে গাছ মরে যাবেই। আপেল গাছ ফল দিতে সময় লাগে বড় জোর দুই থেকে তিন বছর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গাছে ফলনের পরিমাণ বাড়ে। বাজারে চাহিদা থাকায় ভাল দামে ফল বিক্রি সম্ভব।

আপেলের মতোই জলপাইগুড়ির মাটি এবং তাপমাত্রা ড্রাগন ফ্রুট চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বিদেশি এই ফলের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। খোলা বাজারে এমনকী শপিং মলে পাঁচশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে এই ফল। ফণীমনসা গাছের মতো দেখতে হলেও ড্রাগন ফ্রুট এক ধরনের লতানো গাছ। একটু বড় হলেই এর অবলম্বন দরকার। আপেল গাছের পাশে জমিতে ড্রাগন ফ্রুট চাষ করাই যেতে পারে। যে কোনও নার্সারি পাশাপাশি সরকারি নার্সারিতে ড্রাগন ফ্রুটের চারা পাওয়া যায়। গোবর সার দিয়ে মাটি তৈরি করে চারা বুনে দিন। কিছুটা বড় হলে অবলম্বনের প্রয়োজন বুঝে মাচা তৈরি করে দিন। দুই-আড়াই বছর পর দেখবেন ঝুলে রয়েছে সুস্বাদু ড্রাগন ফ্রুট।

প্রেগন্যান্সির মধ্যে অন্তত দুই বছরের গ্যাপ থাকা উচিত

প্রেগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েশন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সিজারিয়ান ডেলিভারির পরও ৯০ শতাংশ মায়েরা পরবর্তী প্রেগন্যান্সিতে নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি করানোর জন্য উপযুক্ত থাকেন। এদের মধ্যে ৬০-৭০ শতাংশ মায়েরা কোনো সমস্যা ছাড়াই সফলভাবে নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি সম্ভব হয়। কিন্তু ডেলিভারি ট্রায়াল দেওয়ার আগে দেখে নিতে হবে কোনো কোনো মা এই ডেলিভারির জন্য উপযুক্ত। এজন্য আগের সিজার সম্পর্কে কিছু তথ্য নিতে হবে। যেমন —

আগের সিজারের সংখ্যা ঃ যাদের আগে একটি সিজার রয়েছে, তারাই কেবলমাত্র পরে ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়াল দিতে পারবে।

কী কারণে সিজার হয়? সিজার এমন কিছু কারণে হয় যা পুনরাবৃত্তি হবার আশঙ্কা কম যেমন, বাচ্চার অ্যাবনরমাল

পজিশনের কারণে সিজার হলে কিংবা বাচ্চা বা মায়ের কোনো সমস্যার কারণে সিজার হলে যা বর্তমান প্রেগন্যান্সিতে অনুপস্থিত।

আগে সিজারের স্থানটি কতটুকু মজবুত আছে?

জরায়ুর নিচের অংশে সেলাই এর ক্ষেত্রেই কেবল পরবর্তীতে ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়াল দেবার সুযোগ থাকে, এক্ষেত্রে পূর্বের সেলাই ফেটে যাবার আশঙ্কা ০.৫ শতাংশ থেকে ১.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল সিজারের ক্ষেত্রে সেলাই ফাটার হার ৪ থেকে ৯ শতাংশ। দুই প্রেগন্যান্সির মধ্যে অন্তত দুই বছরের গ্যাপ থাকা উচিত, আগের সেলাইয়ের স্থানটি মজবুত হয়। আগের প্রেগন্যান্সিতে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া থাকলে বা সিজারের পর ইনফেকশন হলে সেলাইয়ের স্থানটি দুর্বল করে ফেলে যা পরে ফেটে যাবার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

এছাড়া বর্তমান প্রেগন্যান্সিতে মায়ের অন্য কোনো জটিলতা যেমন উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলে তাকে নরমাল ডেলিভারি ট্রায়ালের জন্য উপযুক্ত ধরা হয় না। বাচ্চার ওজন চার কেজির কম থাকা এবং প্রসবের রাস্তা প্রশস্ত থাকাও ভেজাইনাল ডেলিভারি একটি পূর্ব শর্ত।সবকিছু ঠিক থাকলে এই ডেলিভারির সুবিধা অসুবিধা মা ও অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে। ডেলিভারিতে এমন হস্পিটালে ট্রায়াল দিতে হবে যেখানে ইমারজেন্সি সিজার করার দরকার হলে তা দ্রুত এরেঞ্জ করা সম্ভব। বাচ্চা এবং মায়ের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করাটা এক্ষেত্রে জরুরি বিষয়। উন্নত দেশে লেবারের সময় সি টি জি মেশিনের মাধ্যমে বাচ্চাকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হয়।

২০ থেকে ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে ভেজাইনাল ডেলিভারি সম্ভব হয় না এবং ইমার্জেন্সিস সিজারের দরকার হয়। এই ডেলিভারি সম্ভব হয় না এবং ইমার্জেন্সিস সিজারের দরকার হয়। এই ডেলিভারির সময় সঠিক মনিটরিং না হলে মা ও বাচ্চার জটিলতার হার বেড়ে যায়। অপরদিকে সফল ভেজাইনাল ডেলিভারির মাধ্যমে শরীরে বাড়তি অস্ত্রপাচার এড়ানো যায়। শরীরের অস্ত্রোপাচারের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে টিস্যু এডহেশন এবং টিস্যু ইনজুরির সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং এই ডেলিভারির অস্ত্রপাচারজনিত সমস্ত রিস্ক থেকে মুক্ত।

কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ হাসপাতালে এই প্র্যাকটিস করা হয় না, এর কারণ দক্ষ লোকবলের অভাব।

শরীরচর্চার আগে কোন কোন খাবার মোটেই খাওয়া উচিৎ নয়

শরীর সুস্থ রাখতে শরীরচর্চা করা খুবই জরুরি। শরীরচর্চা করলে বহু রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কর্ম ব্যবস্তার জন্য এখন আমরা সবাই সময় পেলেই কিছুটা সময়জিমে কাটাই। কিন্তু জিমে গিয়ে ওয়ার্কআউট বা শরীরচর্চা করার বেশ কিছুনিয়ম আমরা মেনে চলি না। আর তার ফলে উল্টো ফলপাওয়া যায় শরীর ভাল রাখতে শরীরচর্চা করতে গিয়ে উল্টে শরীরটাকে আরও খারাপ করে ফেলি। অনেকেই জানেন না, ওয়ার্কআউট করার আগে কোন কোন খাবার খাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। তাই জেনে নিন, শরীরচর্চা করার আগে কোন কোন খাবার ভুল করেও খাবেন না-১) যে সমস্ত খাবারে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, ওয়ার্কআউট করার আগে সেই সমস্ত খাবার একেবারেই খাবেন না। ২) সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ওয়ার্কআউট করার আগে মশলাদার খাবার খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে।

৩) ওয়ার্কআউট করার আগে অনেককেই ফলের রস খেতে দেখা যায়। কিন্তু চিকিৎসকরা জানাচ্চেন, যেহেতু ফলের রসেপ্রচুর পরিমাণে মিষ্টি থাকে, তাই তা সহজে হজম হয় না। এর ফলে শরীরচর্চা করার আগে ফলের রস খেলে পাকস্থলীতে ব্যথা হতে পারে।

৪) দগ্ধজাত দ্রব্য, যেমন, চিজ, দুধ দই পনীর অবশ্যই ওয়ার্কআউট করার আগ বাদ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, এর ফলে বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা এবং এনার্জি লেভেলও কমে যায়। দুগ্ধজাত দ্রব্য দেরিতে হজম হয়।

৫) কাঁচা সবজি যেমন, ব্রকোলি, ব্রাসেল স্প্রাউট, ফুলকপিতে অনেক উপকারী গুণাগুণ রয়েকেরার আগে কোন কোন খাবার খাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। তাই জেনে নিন, শরীরচর্চা করার আগে কোন কোন খাবার ভুল করেও খাবেন না-১) যে সমস্ত খাবারে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, ওয়ার্কআউট করার আগে সেই সমস্ত খাবার একেবারেই খছ। আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য এগুলো খুবই উপকারী। কিন্তু ওয়ার্কআউট করার আগে এই সমস্তকাঁচা সবজি একবোরেই খাওয়া উচিৎ নয়। এই সমস্ত সবজিতে দুষ্পাচ্য কার্বস থাকে। যা পেট ফাঁপা এবং গ্যাসের সমস্যা তৈরি করে।ওয়ার্কআউট করার আগে কাঁচা সবজি কিংবা স্যালাড হজমের গোলমাল করে।

লিভারের রোগ সারাতে অতুলনীয় তেতুল

আজকাল অনেকেই ফ্যাটি লিভারে ভুগছেন। লিভারে চর্বি জমে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। মুঠো ভর ওষুধ খেয়েও এই সমস্যা দমিয়ে রাখা কঠিন হয়ে যায়। তবে প্রাকৃতিকভাবে যে লিভার পরিষ্কার করা সম্ভব তা অনেকেরই অজানা। যে কোনও ধরনের লিভারের সমস্যা মোকাবিলায় উপকারী তেঁতুল। এটি শরীর থেকে ক্ষতিকর সব পদার্থ বের করে দেয়। সেই সঙ্গে হজম প্রক্রিয়াও তরান্বিত করে। তেঁতুল লিভার সুরক্ষায় বেশ কার্যকর। এটি খারাপ কো কোলেস্টেরল ধ্বংস করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। দুই মুঠো খোসা ছাড়ানো পাকা তেঁতুল নিন, সঙ্গে এক লিটার জল ও মধু। একটি ব্লেন্ডারে তেঁতুল ও জল মিশিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করুন। এরপর

মিশ্রণটি ছেঁকে নিন। সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে পান করুন। এই পানীয়টি সারাদিন সংরক্ষণ করতে পারবেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই পানীয়টি পান করতে হবে। আপনি এই তেঁতুল পানীয়টি প্রতিদিন কেন পান করবেন?

এক) তেঁতুলে থাকা ল্যাক্সেটিভ উপাদান কোষ্ঠাকাঠিন্যের সমস্যা সমাধানে বেশ কার্যকর।

দুই) এই পানীয় শরীরের ক্ষতিকর টক্সিন বের করতে সক্ষম। এজন্য লিভারে জমা ফ্যাট গলে যায়। এতে করে আপনার লিভারের বয়স ২০ বছরের মতোই তরুণ লাগবে।

তিন) কোলন ক্যান্সারের সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। জানেন কি? তেঁতুলের এই পানীয় আপনার কোলনকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করবে।

৪) উচ্চ মাত্রায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে তেঁতুল। এটি আপনার ত্বককে বুড়িয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে।

পাঁচ) হৃদরোগের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে তেঁতুলের এই পানীয়। কারণ

কুমড়া ফুল খাওয়ার উপকারিতা

কুমড়ো ফুল খেতে অনেকেই ভালোবাসে। অনেকে কুমড়োর ফুল সিদ্ধ করে, বেটে, রান্না করে কিংবা ভেজে খাওয়া হয়। এ ফুল অবশ্য কাঁচাও খাওয়া যায়। ক্যালরির পরিমাণ খুব কম, ফ্যাটের পরিমাণ না থাকায় এ ফুলটি খাবারের ভালো উৎস। কুমড়ার ফুলে সামান্য পরিমাণে প্রোটিন এবং প্রচুর পরিমাণে খনিজ, যেমন- ফসফরাস, আয়রন, সেলেনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম থাকায় এটি শরীরের জন্য দারুণ উপকারী। মিষ্টি কুমড়ার মতো এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি ১, বি ২ ও বি ৩ রয়েছে। নিয়মিত কুমড়ার ফুল খেলে যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়-অ্যান্টি অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ কুমড়ার ফুল ত্বকের তারুণ্য বজায় রাখে। এছাড়া এতে থাকা ভিটামিন সি দাঁতের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে। ভিটামিন সি ক্যালসিয়ামের সঠিক শোষণ করে। এ কারণে নিয়মিত কুমড়ার ফুল খেলে হাড় মজবুত হয়। আর হাড় শক্ত হলে অস্টিওপোরোসিস রোগ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে।

কোয়েল পাখি পালন করে আয়ের সুযোগ

কোয়েল পাখি পালন খুবই লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের বড় সুযোগ রয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও কোয়েল পাখি পালন করে আয়ের নয়া দিশা দেখতে পারেন। নদীয় জেলার হাঁসখালি ব্লকের বগুলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোয়েল পালক জানিয়েছেন, তিনি চার বছর আগে কোয়েলের ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তার কোয়েলের দুটো ফার্ম রয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে তিনি আরও দুটো ফার্ম চালু করবেন। দুটো ফার্মে মোট ৫,৬০০ পাখি রয়েছে। মাসে তিনি ৯ হাজার ৬০০ ডিম পাচ্ছেন। হ্যাচিং করে মাসে সাত হাজার ২০০টি বাচ্চা পেয়ে থাকেন। জন্মের সময় একটি বাচ্চার ওজন থাকে ৬ গ্রাম। দশ দিনে বাচ্চার ওজন হয় ২৫ গ্রাম। ১০ টাকা প্রতি পিস হিসেবে তিনি কোয়েলের বাচ্চা বিক্রি করে থাকেন। কেন্দ্রীয় কোয়েল বিপণন কেন্দ্র মুম্বাইয়ে তিনি কোয়েলের বাচ্চা সরবরাহ করে থাকেন। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মুরগির বাচ্চার সঙ্গে তিনি কোয়েল পাখির বাচ্চা সরবরাহ করে থাকেন। কীভাবে কোয়েল পালন করতে হবে, উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, এক ফুট বাই চার ফুট বা তিন ফুট খাঁচায় ৬০টির মতো কোয়েল পাখি রাখা যায়। কোয়েল তার জীবনচক্রে ৬০০ গ্রামের মতো খাবার খায়। কোয়েলের তেমন কোনও রোগ-ব্যাধি নেই। ফলে টিকা দেওয়া কিংবা ওষুধের খরচও সেভাবে নেই বললেই চলে। কোয়েল পালনে ব্যাঙ্ক ঋণেরও সুযোগ রয়েছে। টালিগঞ্জ সরকারি খামার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি কোয়েলের ব্যবসা করছেন। টালিগঞ্জ স্টেট পোলট্রি ফার্মের উপ অধিকর্তা ড. অনুপম দাস জানিয়েছেন, তাদের ফার্ম থেকে কোয়েল পালনের উপর প্রতি মাসে ১৫ দিনের নিখরচায় ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। যে কেউ চাইলে এখান থেকে ওই ট্রেনিং নিতে পারেন। ইতিমধ্যে তাদের ফার্ম থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন জেলার বহু বেকার যুবক-যুবতি কোয়েল পালন করে বর্তমানে স্বনির্ভর হয়েছেন। টালিগঞ্জ স্টেট পোলট্রি ফার্ম থেকে ৪০ দিনের ১৮০ গ্রাম ওজনের পুরুষ কোয়েল পাখি ৩৫ টাকা এবং ২০০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী কোয়েল পাখি ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। রাজ্য সরকারের লাইভ স্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নিজস্ব বিপণন কেন্দ্র থেকে কোয়েলের মাংস বিক্রি হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, কোয়েলের মাংস কোলেস্টেরল মুক্ত।

বুধবার মৃত্যুবার্ষিকীতে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে সিপিএম শ্রদ্ধা জানাল। ছবি ঃ নিজস্ব

এমসিডি-তে বিজেপির কাজে দিল্লিবাসী হতাশ : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): দিল্লিতে পৌর নিগম উপ-নির্বাচনে আম আদমি পার্টি (আপ)-র জয়জয়কার। পাঁচটি ওয়ার্ডের মধ্যে চারটিতে জয়লাভ করেছে কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। একটি ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। উপ-নির্বাচনে খাতা খুলতেই পারেনি বিজেপি। এই জয়ের পর বুধবার কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'এই জয় বুঝিয়ে দিল আম আদমি পার্টির কাজে জনগণ খুশি। ২০১৫ সালে ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৭টিতে জয়ী হয়েছিলাম আমরা, ২০২০-তে ৭০-এর মধ্যে ৬২টি আসনে এবং এখন এমসিডি উপ-নির্বাচনে, পাঁচের মধ্যে চারটি আসনে আমরা জয়ী হয়েছি, জনগণ চাইছেন আমরাই যেন চালিয়ে যাই। বিজেপির শুন্য আসনে জয় বুঝিয়ে দিচ্ছে, জনগণ হতাশ।'

কেজরিওয়াল আরও বলেন, 'দিল্লি পৌর নিগমে (এমসিডি) বিজেপির ১৫ বছরের কাজে দিল্লিবাসী হতাশ ছিল, যেহেতু তাঁরা (বিজেপি) শুধুমাত্র শুন্য দিয়েছে। এমসিডি শুধুমাত্র আবর্জনা ছড়িয়েছে। এতটাই দুর্নীতি ছিল যে, মানুষ এমসিডি-কে মোস্ট করাপ্ট ডিপার্টমেন্টও বলত। আপ-কে ভোট দিয়ে দিল্লিবাসী এবার ভালো কাজ চাইছেন। কেজরিওয়াল এদিন বলেন, 'তাঁরা যখন আমার কাছে ১৩,০০০ কোটি করেছিলেন, দিল্লিবাসী এটা ভালোভাবে মেনে নেননি। যত টাকা দেওয়ার দরকার ছিল দিল্লি সরকার দিয়েছে, কিন্তু তাঁরা শুধু বলতে থাকে আরও চাই চাই, জনগণ তা মেনে নেননি। যে সরকার স্যানিটেশন কর্মীদের বেতন দিতে পারেনি, তাঁদের ক্ষমতায় থাকার কোনও যোগ্য নেই।'

উল্লেখ্য, গত রবিবার পাঁচটি ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছিল। বুধবার ফল ঘোষণার পর কল্যাণপুরী, রোহিণী-সি, ত্রিলোকপুরী এবং শালিমার বাগ ওয়ার্ডে আপ জয়ী হয়েছে। কংগ্রেস জয়ী হয়েছে চৌহান বাঙ্গার ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডে আপ প্রার্থী মহম্মদ ইশরাক খানকে ১০,৬৪২ ভোটে হারিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী চৌধুরী জুবাইর আহমেদ। ওয়ার্ড নম্বর ৬২ এন (শালিমার বাগ উত্তর)-এ ২,৭০৫ ভোটে জয়ী হয়েছেন আপ প্রার্থী সুনিতা মিশ্র। সুনিতা পরাজিত করেছেন বিজেপি প্রার্থী সুরভী জাজুকে।

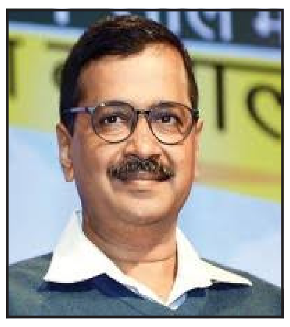

এই ওয়ার্ড আগে বিজেপির দখলে ছিল। ওয়ার্ড নম্বর ৮ (কল্যাণপুরী)-এ ৭,০৪৩ ভোটে জয়ী হয়েছেন আপ প্রার্থী ধীরেন্দ্র কুমার। ত্রিলোকপুরীতে বিজেপির ওম প্রকাশকে ৪,৯৮৬ ভোটের মার্জিনে হারিয়েছেন আপ প্রার্থী বিজয় কুমার। রোহিণী সি ওয়ার্ডে বিজেপির রাকেশ গয়ালকে ২,৯৮৫ ভোটে হারিয়েছেন আপ প্রার্থী রাম চান্দের।

নকশালবাড়িতে চিতাবাঘের হানায় জখম ২ শ্রমিক

নকশালবাড়ি, ৩ মার্চ (হি. স.) : শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাতভাইয়া চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন ২ শ্রমিক। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, চিতাবাঘের হানায় জখমদের একজনের নাম রাজীব লিম্বু। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান নকশালবাড়ি টুকরিয়া ঝাড় বনাঞ্চলের কর্মীরা। আহত দু'জনকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিন শ্রমিকরা বাগানে কাজ করছিলেন। সেইসময় চিতাবাঘটি তাঁদের ওপর হামলা চালায়। ওই এলাকায় চিতাবাঘের হানা নতুন কোনও ঘটনা নয়। স্থানীয়রা জানান, প্রায় একমাস ধরে সেখানে চিতাবাঘের আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা। চিতাবাঘের হানায় এর আগেও গবাদিপশুর মৃত্যু হয়েছিল। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দিদি যে দায়িত্ব দেবেন, নিশ্চয়ই পালন করব : সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি.স.): বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তারকাদের রাজনীতিতে আগমণের পালা অব্যাহত। বুধবার তৃণমূলে যোগ দিলেন টলিউডের আরও এক অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তৃণমূল ভবনে তিন বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তথা মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রাত্য বসুর কাছ থেকে তিনি তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন। ক'দিন আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন রাজ চক্রবর্তী, সায়নী ঘোষ, জুন মাল্য, কাঞ্চন মল্লিক, সুদেষ্ণা রায়-সহ বেশ কিছু শিল্পী। বুধবার সায়ন্তিকাকে তৃণমূল ভবনে নিয়ে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন তৃণমূলে যোগ দিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সায়ন্তিকা জানান, 'মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ছিলাম, আছি এবং তাঁর ডাকেই যোগ দিচ্ছি তৃণমূলে। ১০ বছর ধরেই দিদির পাশে আছি, এবার আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দিলাম। মানুষের সেবা করতে চাই।' সায়ন্তিকা বলেন, "তৃণমূলের প্রচারে আমি আগেও ছিলাম। একই জায়গায় এত বছর ধরে থাকার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওনার স্নেহ-ভালবাসা ছাড়াও টলিউডের ও বাংলার মানুষের জন্য উনি যা করেছেন, তা নাই তুললাম। তা শেষ হবে না। ওনার ভালবাসার বন্ধনটা খুবই দৃঢ়।' তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি। সূত্রের খবর, সায়ন্তিকা আসন্ন ভোটে প্রার্থী হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দিদি যে দায়িত্ব দেবেন, নিশ্চয়ই পালন করব।'

কৃষ্ণনগরে যুব তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি

নদিয়া, ৩ মার্চ (হি. স.) : মঙ্গলবার রাতে এক যুব তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছাড়াল কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি ভাতজাংলা পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে গেরুয়া শিবির। জেলার পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। একটি বাইক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। ভাতজাংলা পঞ্চায়েত এলাকার যুব তৃণমূল সভাপতি হীরক সাহা ওরফে হংস দলের স্থানীয় একটি নির্বাচনী কার্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় বাড়ির গেটে ঢোকার মুখে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ জানান তিনি। থানার খবর দিতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছায়। তাঁর বাড়ির কাছ থেকে একটি বাইক উদ্ধার হয়।

হীরকবাবু বলেন, প্রতিদিন বকুলতলা পাড়া হয়ে বাড়িতে ঢুকি। কিন্তু গতকাল পীরতোলা দিয়ে বাড়িতে ঢোকার মুখেই আচমকা গুলির শব্দ শুনতে পাই। আমাকে লক্ষ্য করেই বকুলতলা মোড়ের দিক থেকে গুলিটি ছোড়া হয়েছিল। দ্রুত বাড়ির পাঁচিলের ভিতরে ঢুকে পড়ায়

বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছি। দুষ্কৃতীরা আগে থেকে আমার বাড়ি ফেরার রাস্তা জানত। তাই তিন-চারজন দোকানের অন্ধকারে লুকিয়েছিল। আমাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনাছিল ওদের। ওই নেতার স্ত্রী তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা মৌমিতা বিশ্বাস সাহা বলেন, ও মূল রাস্তা থেকে বাড়ির দিকে আসার সময় বাইকের আওয়াজ শুনে সদর দরজা খুলতে যাই। দরজার কাছে পৌঁছতেই গুলির শব্দ শুনি। সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে ওকে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে নিই। কোতোয়ালি থানায় ফোন করা হলে পুলিশ আসে। বুধবার সকাল থেকেই সিভিক ভলেন্টিয়ার রয়েছে বাড়িতে। খবর পেয়ে রাতেই দলীয় কর্মীরা বাড়িতে এসেছিলেন বলেও তিনি জানান। এই গুলি চালানোর ঘটনায় যুব তৃণমূল নেতা ও তার স্ত্রীর দাবি, স্থানীয় গ্রাম সদস্য তথা সদ্য তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখানো কৌশিক ঘোষ ও তাঁর দলবলের হাত রয়েছে। যদিও কৌশিকবাবু অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানিনা। রাতে যে সময়ে গুলি চালানোর কথা বলা হচ্ছে সেই সময় আমি বাড়িতেই ছিলাম। প্রয়োজনে আমার বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে পারে পুলিশ। গোটা ঘটনাই মিথ্যা এবং সাজান বলে আমার মনে হয়।কারণ, মঙ্গলবার ভাতজাংলা পঞ্চায়েতে অনাস্থা আনা হয়েছে। আমাদের বদনাম করতে এসব করা হচ্ছে। এব্যাপারে স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, ভাতজাংলা শান্তিপূর্ণ জায়গা। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি আবারও অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। অশান্তি ছড়ানোই ওদের সংস্কৃতি। তার উদাহরণ গতকালের গুলি চালানোর ঘটনা। নির্বাচনে সাধারণ মানুষ জবাব দেবে। পাল্টা বিজেপির নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক রঞ্জন অধিকারী বলেন, এটা তৃণমূলের চক্রান্ত। যারা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে এসেছে তাঁদের ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

ডাম্পারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু নাবালিকা ছাত্রীর

বরপেটারোড (অসম), ৩ মার্চ (হি.স.) : ডাম্পারের দৌরাত্ম্যের বলি হয়েছে একটি তরতাজা বালিকা। ঘটনা আজ বুধবার ডাম্পারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে নবম শ্রেণির বছর ১৪-এর ছাত্রী মহিমা গোস্বামীর।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বরপেটারোডের কে কে দাস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী শিমলাগুড়ির সমন্বয় রোডের প্রয়াত হারাধন গোস্বামীর মেয়ে মহিমা গোস্বামী আজ সকাল প্রায় আটটা নাগাদ তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রাইভেট টিউশনে যাচ্ছিল। সে সময় সৎসঙ্গ বিহারের আগে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দ্রুতগতিতে একটি ডাম্পার এসে তাকে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মেয়েটি। গুরুতর আহত মহিমাকে স্থানীয় মানুষ রাস্তা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দলে থেকেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ শিশির অধিকারীর

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি. স.) : "সিপিএম কংগ্রেসের লোকেরাও যা বলতে পারেনি আমার নিজের দলই নিকৃষ্টমানের লোক পাঠিয়ে সেসব বলেছে। যাঁদেরকে উপরতলার নেতা বলে মনে করা হয়, তাঁরাও আক্রমণ করছেন।"' বুধবার এই মন্তব্য করলেন কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী। ছেলে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপি-তে চলে গেলেও এতদিন তিনি সেভাবে মুখ খোলেননি। যদিও দলের সঙ্গে অনেকদিনই দূরত্ব তৈরি হয়েছে শিশিরবাবুর। এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ খুলে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। প্রবীণ সাংসদের অভিযোগ, নিজের দলই তাঁকে নিকৃষ্ট আক্রমণ করছে। যা কোনওদিন তিনি ভাবতেও পারেননি। এমন কি, নিজের ছেলে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর হয়েও সওয়াল করেছেন শিশির। প্রবীণ সাংসদ অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এভাবে আক্রমণ চলতে থাকলে তিনি তা প্রতিহত করবেন।

গত ডিসেম্বর মাসে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে শুধুমাত্র খাতায় কলমেই যুক্ত রয়েছেন শিশিরবাবু। তাঁর এক ছেলে সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও দলের দূরত্ব বেড়েছে। এই দু" জনও বিজেপি-তে যোগ দিতে পারেন শাসক দলে জল্পনা চলছে। শুভেন্দুবাবুর দলত্যাগের পর পরই শিশির অধিকারী দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যদিও শিশিরবাবুকে জেলায় দলের চেয়ারম্যান পদ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকাশ্য জনসভা থেকেই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে নাম না করেই শিশির অধিকারী ও দিব্যেন্দু অধিকারীকেও আক্রমণ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ শাসক দলের একাধিক নেতা।

বুধবার এই সমস্ত অভিযোগেরই জবাব দিয়েছেন শিশির অধিকারী। তিনি বলেন, "আমার ছেলে, পরিবারের উপরে আক্রমণ হয়েছে। আক্রমণ হলে তো আমাকে প্রতিহত করতেই হবে। অবর্ণনীয় আক্রমণ হচ্ছে, যা জীবনে কোনও শত্রু আমার বিরুদ্ধে বলতে পারেনি।

বিজেপি-তে যোগ দিলেও এদিন ছেলে শুভেন্দুর পাশেই দাঁড়িয়েছেন শিশিরবাবু। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলে থাকতেই শুভেন্দুকে কোণঠাসা করার চেষ্টা হয়েছে। শিশিরবাবুর বলেন, "শুভেন্দুকে আক্রমণ করতে বাকি কী রেখেছে? শুধু নন্দীগ্রামেই শুভেন্দুর উপরে এগারোবার আক্রমণ হয়েছে। দলে থাকতেই সারদা- নারদা নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে, যার সব মিথ্যে।"

আক্ষেপের সুরেই প্রবীণ সাংসদ আরও বলেছেন, "এখন তো বাপ-মা তুলে গালাগালি করছে। কোনওদিন ভাবতে পারিনি এসব শুনতে হবে। যাঁরা আমাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে দীর্ঘদিন, তাঁরাই এসব বলছে। এঁদের মধ্যে তৃণমূলের লোকজনও থাকতে পারে।"

কিন্তু যাঁরা আক্রমণ করছেন তাঁদের উদ্দেশে কী বলবেন তিনি? কীভাবেই বা প্রতিহত করবেন? শিশিরের মুখে অবশ্য দলবদলের কোনও কথা শোনা যায়নি। বরং তাঁর দাবি, তাঁকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদেরকেই বলবেন যে সব অভিযোগ মিথ্যে। কাঁথির সাংসদ বলেন, "রাজনৈতিক ভাবেই মোকাবিলা করব। আমাকে বহু মানুষ ভালবাসেন, তাঁরা জিজ্ঞেস করলে বলব এগুলো মিথ্যে কথা। আর যাঁরা আক্রমণ করছেন, তাঁদের উদ্দেশে শিশিরবাবু বলেন, "রাজনীতির কথা বলুন, অরাজনীতির কথা বলে তো লাভ নেই। " তাহলে বর্তমানে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান কি? ক্ষুব্ধ শিশিরবাবু বলছেন, তিনি তৃণমূলে আছেন কি না তা দলের নেতারাই বলতে পারবেন। আর বিজেপি-তে যোগদান নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "এখনও তো সেরকম কোনও নির্দেশ পাইনি।"

বিজেপি তৃনমূল সংঘর্ষ বড়জোড়ার গ্রামে গুরুতর জখম তিন বিজেপি কর্মী

বাঁকুড়া ,৩ ফেব্রুয়ারি (হি স) : দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বড়জোড়ার তাজপুর গ্রামে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে ৩ বিজেপি কর্মী গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। তাদের মধ্যে হরেন বাগদির অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই ঘটনায় বড়জোড়ার আইসি"র অপসারণ চেয়ে বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ থানায় অবস্থানে বসে পড়েন। অপরদিকে একই দাবিতে বিজেপি নেতাকর্মীরা বড়জোড়া চৌমাথা মোড়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই জখম ব্যক্তিদের দেখতে হাসপাতালে ছুটে আসেন বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজিত অগস্থি।এই ঘটনায় ১১ জন তৃণমূল কর্মীর নামে থানায় অভিযোগ করে বিজেপি।

বুধবার সকালে তাজপুর গ্রামে যান সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তারপর বড়জোড়া থানায় এসে সরাসরি আইসিকে প্রশ্ন করেন, অভিযোগ পাওয়ার পরও কেন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি? জবাব না পেয়ে তিনি দলবল নিয়ে আইসি"র অপসারণ ও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অবস্থানে বসে পড়েন। ঘটনার সূত্রপাত একটি দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে। জানা গেছে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে বিজেপি কর্মীরা দেওয়াল দখল করেছিলেন। অভিযোগ সেই দেওয়ালে তৃণমূলের একদল দুষ্কৃতী তাদের দলের পোস্টার সাঁটাতে থাকে। বাধা দিলে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী লাঠি, রড, টাঙ্গি নিয়ে বিজেপি কর্মীদের কোপাতে থাকে। ঘটনায় হরেন বাগদী ও নরেন বাগদী এই দুই ভাই ছাড়াও গৌতম বাগদী নামে আরেক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। হরেন বাগদীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি পিজি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এ বিষয়ে বড়জোড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অলক মুখার্জি বলেন, আমাদের বুক করা দেওয়ালেই তৃণমূল কর্মীরা 'বাংলার মেয়েকেই চাই' লেখা পোস্টার দিতে গেলে বিজেপির কর্মীরা বাধা দেয় এবং মারধর করে। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে মারপিটে দু"পক্ষের কর্মীরাই কমবেশি জখম হয়েছেন। আমরা চাইনা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো সংঘর্ষ হোক। অন্যদিকে সৌমিত্র খাঁ বলেন, অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং আইসি"কে অপসারণ করতে হবে। তৃণমূলের ক্যাডারে পরিণত হওয়া এই ধরনের আইসি থাকলে বড়জোড়ায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। এদিকে চৌমাথা মোড়ে অবরোধে শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। বহু মানুষ হয়রানির শিকার হন। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে সাংসদ অবস্থান থেকে উঠে এসে অবরোধ তুলে নেন। পুলিশ জানিয়েছে তাজপুর গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক।

পেট্রোল পাম্পে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকা বিধিভঙ্গ নয় : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা,৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নির্বাচন নিয়ে তুঙ্গে প্রস্তুতি রাজ্য জুড়ে। এরই মাঝে রবিবার ফের কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরই মাঝে বুধবার "পেট্রোল পাম্পে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকা বিধিভঙ্গ নয়" মন্তব্য রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, " পেট্রোল পাম্পে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকা বিধিভঙ্গ নয়। পেট্রোল পাম্প সরকারি জায়গা নয়, ব্যক্তিগত এলাকা। সেখানে ছবি থাকলে তা আদর্শ আচরণবিধির মধ্যে পড়ে না। আমাদের কাজ দেখে বিরোধীরাও আমাদের দলে আসছেন। সিদ্দিকিরা একসঙ্গে লড়লেও কিছু হবে না। ফিল্মতারকারা আমাদের দলে আগেই এসেছেন। সমস্ত পেশার সফল লোকরা আসুন বিজেপিতে"।

মোদীর ব্রিগেড সমাবেশের দিন উত্তরবঙ্গে মমতা

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি. স.) : ৭ মার্চ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নির্বাচনী প্রচারে এসে ওইদিন ব্রিগেডে তাঁর সমাবেশ। এদিকে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরে ফের উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী যেদিন উত্তরবঙ্গে ভোটের প্রচারে ব্যস্ত থাকবেন সেদিনই কলকাতায় ব্রিগেডে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার শিলিগুড়িতে পৌঁছাবেন তিনি। পরের দিন, ৭ মার্চ শহরে পদযাত্রা করবেন। সেদিনই কলকাতায় ফিরবেন।

উল্লেখ্য, ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার আগে ফ্রেরুয়ারি মাসের গোড়ায় ৪ দিনের সফরে উত্তরবঙ্গ গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেবার শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কে উত্তরবঙ্গ উৎসবের সূচনা করার পর বঙ্গরত্ন পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেন তিনি। প্রশাসনিক ও একাধিক দলীয় বৈঠকে যোগ দেওয়াই নয়, ফালাকাটায় আদিবাসীদের গণবিবাহ অনুষ্ঠানেও দেখা গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এবার ভোট ঘোষণা হওয়ার পর সেখানে ফের পা রাখতে চলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১৯ লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে কার্যত ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। দার্জিলিং-সহ সবকটি আসনেই বিজেপি জয়ী হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, একুশের বিধানসভা ভোটে ঘুরে দাঁড়ানোই লক্ষ্য ঘাসফুল শিবিরের। সেকারণে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতেই কখনও তৃণমূল সুপ্রিমো নিজে আবার কখনও তাঁর ভাইপো বারংবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন।

সদ্য দলে যোগ দেওয়া তারকাদের নিয়ে ক্লাস তৃণমূলের

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি. স.) : সদ্য দলে যোগ দেওয়া তারকাদের নিয়ে ক্লাস করানো হল তৃণমূলে ভবনে। গত ১০ বছরে রাজ্য সাফল্যের সঙ্গে কী করেছে, প্রচারের ময়দানে কী বলতে হবে, কী বলা যাবে না, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা কী, এই ধরণের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয় তারকা সদস্যদের সামনে।

সভামঞ্চে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে অপ্রয়োজনীয়, অশালীন ভাষার প্রয়োগ। বিভিন্ন দলের নেতানেত্রীর বক্তব্যেও কাজের কথার চেয়েও বেশি উঠছে 'খেলা হবে' রব। যা দেখে অনেকে বলছেন সেকালের নামী রাজনীতিকদের কথা, যাঁদের বাক্যচয়ন থেকে ভঙ্গী, সারমর্ম শ্রদ্ধার উদ্রেক করত। মূলত সে কথা মাথায় রেখে নবাগত সম্ভাব্য প্রার্থীদের জন্য এদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বুধবার প্রায় দেড়ঘণ্টা ক্লাস করানো হল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। শিক্ষাগুরু ডেরেক ওব্রায়েন। এদিন উপস্থিত প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটা মোটা বই। কী আছে সেই বইতে? জানা যাচ্ছে, সেখানে সরকারে উন্নয়নমূলক কাজ ও প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। আর ক্লাসঘরেই বা কী শেখানো হল? এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দলে যোগ দেওয়া অভিনেতাদের শেখানো হয়েছে, কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, চিন্তাধারা মতাদর্শকে আক্রমণ করা যেতে পারে। শেখানো হয়েছে, তাঁরা যেকথাই বলবেন, তা যেন বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে কথা বলতে হবে। তৃণমূলে সরকারে থাকাকালীন কী কাজ করছে? কোন প্রকল্পে শিরোপা পেয়েছে? তা বেশি করে প্রচার করতে হবে। এছাড়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার, তাঁদের কথা শোনার ও বোঝার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে অভিনেতাদের।

এবিষয়ে রাজ চক্রবর্তী বলেন, """"সরকার বাংলার মানুষের জন্য কী করেছে? আরও কী করবে? সেগুলো বলা হয়েছে। মূলত উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। বাংলার মানুষের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আবেগ সেকথা আমরা সবাই জানি। তবে সেটাকে কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেব, সেটা শেখানো হয়েছে। """ রাজের কথায়, """" এটুকু বলতে পারি, রাজনীতির ময়দানে জোর লড়াই হবে।""""

রনিতা দাস বলেন, """"আমরা সবাই দিদির পাশে ছিলাম। ২০১১ থেকে প্রত্যেকটা উন্নয়ন দেখেছি। তবে প্রত্যেকটা প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যাশ্রী প্রকল্প করেছেন। আর মোদিজী বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও করেছেন, এই দুটো প্রকল্পের মধ্যে কোনটা বেশি ভালো? সেটা আমাদের জানা উচিত। আমরা সেগুলিই বিস্তারিত জানলাম। এতে আমরা যখন মানুষের কাছে পৌঁছব, মানুষকেও সঠিক তথ্য দিতে পারব। সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তাই তাঁদের সঠিকটা জানানোর জন্য আমাদেরও তো জানতে হবে।""""

সুদেষ্ণা রায় বলেন, """"আমি প্রথমেই পরিচালনা দিয়ে কেরিয়ার শুরু করিনি। কাজ করতে করতে শিখেছি। আজও রাজনীতির জগতে বিভিন্ন মানুষের কাছে নানান কিছু শিখব এবং একজন সফল রাজনীতিবিদ হয়ে উঠব। তবে তার মানেই এই নয় যে আমি প্রার্থী হচ্ছি, বা জিতব। আমি রাজনীতিতে সঠিকভাবে যাতে কাজ করতে পারি, তার চেষ্টা করব।""""

ওঁরা তিনজন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিয়া সেনগুপ্ত, মানালি দে, সৌরভ দাস, শ্রীতমা ভট্টাচার্য, সৌপ্তিক চক্রবর্তী, লাভলি মৈত্র প্রমুখ তারকারা। এই ক্লাসে কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় ও কাজ করা যায় তা শেখার পাশাপাশি সবাই মিলে আলোচনা হল বলে জানিয়েছেন তারকারা।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সরকারী কর্মচারী ও পেনসনার্সদের ডিএ ঘোষণার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে র‍্যালি সংগঠিত করেছে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ। শালগড়া বাজার থেকে বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

জল অপচয় রোধ নিয়ে উদয়পুরে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,, ৩ মার্চ।। উদয়পুর সৈকত যাত্রী নিবাসের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়- এক সচেতনতামূলক আলোচনাসভা এবং গোমতী জেলা ভিত্তিক যুব সংসদ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার।

'বৃষ্টির জল রাখো ধরে, যেখানে যখন ইহা পড়ে ' এই বার্তাটিকে সামনে রেখে বুধবার নেহেরু যুব কেন্দ্র গোমতী জেলার উদ্যোগে জল অপচয় রোধ ও বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করার জন্য এক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশানসভলান্টিয়ার তথা নেহেরু যুব কেন্দ্র গোমতী জেলার যুব কো -অর্ডিনেটর সুস্মিতা রায়, মহকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক, পানীয় জল দপ্তরের আধিকারিক তাপসী রানী পাল, প্রাক্তন কাউন্সিলর মানষী চক্রবর্তী। এদিন প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পন সহ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন সকল অতিথিরা। এদিন এই অনুষ্ঠানের নেহেরু যুব কেন্দ্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত গোমতী জেলার বিভিন্ন যুব ক্লাব, সামাজিক সংগঠন এর প্রতিনিধি ও নেহেরু যুব কেন্দ্র গোমতী জেলার প্রাক্তন ও বর্তমান ভলান্টিয়াররা উপস্থিত ছিলেন। জেলা ভিত্তিক ইয়ুথ পার্লামেন্টে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ও সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে শংসাপত্র বা সার্টিফিকেটে প্রদান করা হয়।

কোভিড টিকা নিয়ে উদয়পুরে সাংবাদিক সম্মেলন জেলা শাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,, ৩ মার্চ।। বুধবার, গোমতী জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক তরুণ কান্তি দেবনাথ, গোমতী জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নীরো মোহন জমাতিয়া সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক গন। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন,যাদের বয়স ৪৫ থেকে ৫৯,এই অংশের সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তারা তৃতীয় পর্যায়ে কোভিড টিকা নিতে পারবেন।যে কোনো চিকিৎসকের দ্বারা চিহ্নিত ও টিকাদানের সম্মতিক্রমে এই টিকা বিনামূল্যে জেলার যেকোনো হাসপাতালে নেওয়া যাবে। চিকিৎসকের সম্মতি পত্রের জন্য ভারত সরকার একটি ফর্ম জারি করেছেন।এই সার্টিফিকেট হাসপাতালে ডিউটি মেডিকেল অফিসার থেকে ক্লিনিক্যাল চেক আপের পর খুব সহজেই নেওয়া যেতে পারবে এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে টিকাদানকেন্দ্রেই পঞ্জিকরণ করা হবে ও টিকা সহজেই নিতে পারবে। তবে আগে থেকে কোন রেজিস্ট্রেশন এর প্রয়োজন নেই। ৬০ বছর বয়স থেকে সব প্রবীণ নাগরিক এই টিকা নিতে পারবে তার জন্য বয়সের যে কোনো প্রমান পত্র থাকলেই হবে।তিনি আরো জানান , তৃতীয় পর্যায়ের টিকা নেওয়ার জন্য নাগরিককে জন্মের তারিখ , প্রমাণপত্র আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড এর যেকোনো একটি সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।পয়লা মার্চ থেকে গোমতী জেলাতেও তৃতীয় পর্যায়ে কোভিড টিকাকরণ শুরু হয়েছে।মঙ্গলবার, পর্যন্ত গোমতী জেলায় মোট ২৯ জন সাধারণ নাগরিক কোভিড টিকা নিয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মী ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশাসন ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রথম সারির কর্মীরাকে কোভিড টিকা প্রদান করা হয়। আরো জানান , তৃতীয় পর্যায়ের টিকা নেওয়ার জন্য নাগরিককে জন্মের তারিখ , প্রমাণপত্র আধার কার্ড, এবং কো-মরবিটি সার্টিফিকেট।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজমিস্ত্রিদের মধ্যে যন্ত্র সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,, ৩ মার্চ।। আত্মনির্ভর ভারত এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্য মাত্রা কে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের উদ্যোগে বুধবার তেলিয়ামুড়া স্টেট ব্যাংক সংলগ্ন স্থানে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৩০ ক্ষৌরকর্মী এবং ৭৫ জন রাজমিস্ত্রিদের মধ্যে যন্ত্র সামগ্রী বিতরণ করা হয় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে ৭৫ জন বেনিফিশিয়ারি কে মাছ ধরার জন্য জাল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া সদ্য প্রাক্তন পৌর পিতা নিতীন কুমার সাহা, প্রাক্তন সহ পৌর পিতা রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া সমাজসেবী রঞ্জিত সূত্রধর, আশীষ দেবনাথ সহ তেলিয়ামুড়া মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক বিভাস বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে পৌর পিতা বলেন , যাতে আত্মনির্ভর ভারত এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়া যায় এবং সকলেই যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আজকের এই অনুষ্ঠান।

ভাগ্যের চাকা ঘুরছে না একাংশ জনজাতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ মার্চ।। স্বাধীনতার ৭৪ পেরিয়ে গেলেও একাংশ জনজাতি অংশের বসবাসরত গিরি বাসীদের মধ্যে সরকারিভাবে মৌলিক চাহিদার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাগুলি আজ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়নি।এমনই এক তথ্যচিত্র উঠে এল তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের আঠারোমুড়া এ ডি সি ভিলেজের অত্যন্ত প্রন্তত্য এলাকা তথা পুরাতন কুমারায় পাড়ায় বসবাসকারী গিরিবাসীদের মধ্য থেকে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে জাতীয় সড়ক ধরে প্রায় ৩২ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ পেরিয়ে ১৮মুরা এডিসি ভেলিজের পুরাতন কুমারায় পাড়া।বর্তমানে ওই এলাকায় স্বাধীনতার ৭৪ বছরের পূর্ব থেকে রিয়াং সম্প্রদায়ের জনজাতি গিরিবাসীদের বসবাস।সেই সময় থেকেই পূর্বপুরুষদের শেখানো পথ অনুসরণ করে আজও আদিম মতাদর্শের উপর জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে যাচ্ছে। বনের লতাপাতা সহ জুম চাষের উপর নির্ভর করে যুগের পর যুগ এমনই ভাবে দিন গুজরান করে আসছে। বিগত কয়েক বছর পূর্বে যোগাযোগের জন্য দুপায়ের মেটো পাহাড়ি পথই ছিল একমাত্র ভরসা।এলাকাবাসীদের দাবি অনুসারে মেটো পথ উন্নতি করণে পাঁকা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল।তবে যোগাযোগের পথ ভালো থাকলেও কুমারায় ১০- ১২ তে পরিবার এর মধ্যে থেকে সরকারের কাছে একটি আবেদন পানীয় জলের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় সরকারিভাবে একটি করে ঘর দেওয়া হোক।এই এলাকায় বসবাসরত পরিবারের মধ্যে কয়েকটি ঘর ছাড়া বাকিরা আজও ছন বাঁশের টং ঘর পরিবর্তন নিয়ে যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিচ্ছে।এলাকাবাসীদের অভিমত বর্ষার মরসুমে ওই এলাকার বসবাসকারী রিয়াং সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা খুবই কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। জল কষ্ট তো রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো বর্ষার মরসুমে ঝড়-বৃষ্টিতে বসবাসের একমাত্র ঘর টুকু নিরাপদ নয় বলে তাদের অভিমত।

তেলিয়ামুড়ায় শিশু হত্যাকান্ড ইস্যুতে এসডিপিওকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,, ৩ মার্চ।। গত ২৭ শে ফেব্রুয়ারি তেলিয়ামুড়া বিধানসভার অন্তর্গত নিশান চন্দ্র পাড়ার বাসিন্দা পাঁচ বছর বয়সী নিখোঁজ শিশুকন্যার মৃতদেহ জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। সন্দেহজনক এক যুবককে এই ঘটনায় গ্রেফতার ও করা হয়। আজ ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল মৃতার বাড়িতে যান, পরিবার পরিজনদের সাথে সাক্ষাৎ করে ঘটনার খোজ নেন এবং পরে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি কমল দাস, প্রাক্তন বিধায়ক অশোক বৈদ্য মহাশয় ও জলা যুব কংগ্রেস সভাপতি এর সহযোগিতায় তেলিয়ামূরা এসডিপিও র নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সুষ্ঠ বিচারের দাবি জানান।মহিলা কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব লোকসভা এবং পশ্চিম লোকসভা ইনচার্জপূর্নিতা চাকমা, দেবযানী লস্কর, সম্পাদিকা অর্চনা কর ও শ্রেয়সী লস্কর, সদস্যাবিনা ঘোষ, লক্ষী চক্রবর্তী, প্রমুখ।

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ মার্চ।। চারদিনের মাথায় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়া যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। আদতে কি আত্মহত্যা নয় খুন সেই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্ধারকৃত যুবকের নাম সৌম্য সরকার।বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানী পুর কপালী টিলা এলাকায়।সংবাদে জানা যায় ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ গরু নিয়ে সকালে বের হয় সৌম্য সরকার।সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি না সেটা দেখে বাড়ির লোকজন খোঁজা খোঁজি শুরু করে।পরের তেলিয়ামুড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন পরিবারের লোকেরা।

বোমাবাজি ও বোমা রাখাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত নানুর

নানুর, ৩ মার্চ (হি স): বোলপুর থানার সিঙ্গি গ্রামে বোমাবাজি ও বোমা রাখাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বীরভূমের নানুর ও লাভপুর।বোমাবাজিকে কেন্দ্র করে বিজেপি তৃণমূল উত্তেজনা। বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে তাজা বোমা রেখে দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরো গ্রাম। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে বোমা গুলি উদ্ধার করে। উত্তেজনা থাকায় গ্রামে চলছে পুলিশি টহল।অন্যদিকে লাভপুর থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামে বোমা রাখার প্রতিবাদ করায় তৃণমূলকর্মীর মা এবং স্ত্রী-কে মারধর করার অভিযোগ উঠল বিজেপি-র বিরুদ্ধে।

ভোট ঘোষনা হতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল নানুর বিধানসভার সিঙ্গি গ্রাম। গতকাল রাত থেকে গ্রামে দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিজেপি তৃণমূল বোমাবাজি। অভিযোগ, বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে বোমাবাজি করে তৃণমূলের লোকজন। এমনকি, বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে ব্যাগ ভর্তি তাজা বোমা রেখে দেওয়া হয়। পালটা তৃণমূলের অভিযোগ, কয়েকজন বিজেপি কর্মী গ্রামে অশান্তি করছে।খবর পেয়ে পুলিশ ও কমব্যাট ফোর্স গিয়ে প্রায় ৫০ টি তাজা বোমা উদ্ধার করে।

অন্যদিকে লাভপুর থানার কল্যাণপুরে বাড়ি তৃণমূলকর্মী রুস্তম শেখের। তৃণমূলের অভিযোগ, বুধবার সকালে বাড়ির পাশেই একটি গলিতে বোমা মজুত করছিলেন বিজেপি কর্মীরা। দে ঘটনা দেখতে পেয়ে প্রতিবাদ করেন রুস্তমের স্ত্রী খাইরুন্নেসা খাতুন।তার কথায়, আমি প্রতিবাদ করায় বিজেপি লোকজন বেধড়ক মারধর করেছে। তৃণমূলকর্মীর বয়স্ক মা-কেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় ওই দুই মহিলা কে লাভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে বিজেপি-র তরফে। বিজেপি নেতা অষ্টম মন্ডল বলেন , "তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে ঝামেলা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপি-র কেউ যুক্ত নয়।"

ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে স্মরণ করল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। ককবরক ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। বুধবার শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরার ৪৭ তম শহীদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ। গণমুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরার শহিদান দিবস পালন করা হয়।শহীদান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণ মুক্তি পরিষদের রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন নেতৃবৃন্দ।অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন সরকারি স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। এরপর থেকেই দিবসটি শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। রাজধানী আগরতলা শহর ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে শহীদান দিবস শ্রদ্ধায় মননে পালন করা হয়।

উদয়পুরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ মার্চ।। গোমতী জেলা উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উপজাতি ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় , উদয়পুর কে বি আই ময়দানে বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ।প্রদীপ জ্বালিয়ে এর শুভ উদ্বোধন করেন উদয়পুর পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, উদয়পুর মহাকুমা ডি সি এম তন্ময় দেবনাথ, গোমতী জেলার যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর মিহির শীল সহ আরো অনেকে। এইদিন উদয়পুর মোট সাতটি বিদ্যালয়ের হোস্টেলর থেকে উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়। ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে বলিবল, খুকু ও অন্যান্য খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা। একদিনের এই উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কে কেন্দ্র করে ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের মধ্যে উৎসাহ ছিল ব্যাপক। তার কারণ গত বছর করুণা মহামারী থাকার কারণে সমস্ত ধরনের খেলাধুলা বন্ধ করে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। বর্তমানে করোনা কিছুটা স্থিতিশীল থাকার কারণে পুনরায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলা শুরু হয়েছে। তাতে করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলার আগ্রহ অনেকটাই বেড়ে গেছে বলে ক্রীড়া মুদির অভিমত ব্যক্ত করেন।

চেন্নাইয়ে

● প্রথম পাতার পর

এক যুবতীও সেখানে কাজ করতো। তাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় সুত্রে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা কাছাকাছি ভাড়া বাড়িতে থাকতো। এর মধ্যে অপর এক যুবকের সঙ্গে যুবতীটির অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সম্পর্কে। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ চলছিল।

এর মধ্যেই বুধবার সকালে ভাড়া বাড়িতে মিজানের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় জনমনে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। বিষয়টি তার বন্ধুরা সোনামুড়া নিজ বাড়িতে ফোন করে জানায়। স্থানীয় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এদিকে ঘটনার খবর আসতেই তার নিজ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এঘটনায় রীতিমতো ভেঙ্গে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে চেন্নাই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

চলছে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন না করে নিষ্ক্রিয় রয়েছে। রাজ্যে আইনের শাসনের কোনও অস্তিত্বই নেই। সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী আজকের পুলিশের উপস্থিতিতে বাদল চৌধুরী ও অন্যান্য নেতৃত্বের ওপর বিজেপি-দুর্বৃত্তদের ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সাথে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ প্রকাশ করছে। শুধু তা-ই নয়, আক্রমণকারী দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার দাবি করেছে। সাথে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে প্রতিবাদী হতে আহ্বান জানিয়েছে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী।

প্রসঙ্গত, গতকাল বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ও বিরোধী উপনেতা বাদল চৌধুরী বিলোনিয়া সফরে গিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষক এবং চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। তারা কালো পতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। বিজেপি-র প্রদেশ মুখপাত্রের দাবি, ওই ঘটনার রেশ ধরেই আজ বাদল চৌধুরী আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, বাদল বাবুর উপর হামলাকারীরা বিজেপি কর্মী নন। কারণ, বিজেপি হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস রাখে না। তিনি বলেন, যে কোনও হামলা কিংবা সন্ত্রাসের তীব্র বিরোধিতা করি আমরা। কিন্তু সিপিএম-এর ওই অপসংস্কৃতি থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি ত্রিপুরা থেকে মুছে ফেলার কাজ চলছে। তাতে অনেকটাই সফলতা মিলেছে। কিন্তু অতি অল্প সময়ে ধুয়ে মুছে সাফ করা সম্ভব হচ্ছে না।

নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, ওই হামলার পেছনে করা রয়েছে তা সিপিএম ভালো বলতে পারবে। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কী সামনে আনুক সিপিএম। প্রয়োজনে তারা থানায় মামলা করুক। আমরাও চাইছি অপরাধী চিহ্নিত হোক। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিজেপির কোনও কার্যকর্তা বাদল চৌধুরীর উপর হামলা করেননি।

৪৯ লক্ষ টাকা

● প্রথম পাতার পর

আর সি সি কালভার্ট নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ১টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও উদয়পুরের খিলপাড়ায় ১টি আর সি সি কালভার্টের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিদ্যুৎ সংযোগের কারণে যে সমস্ত সেচ প্রকল্পগুলির অচল অবস্থায় রয়েছে তা দ্রত চালু করার লক্ষ্যে জলসম্পদকে বিদ্যৎ ও পঞ্চায়েত দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত সেচ প্রকল্প অচল অবস্থায় রয়েছে তা দ্রত চালুর ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, বাধারঘাটে যে আর সি সি কালভার্ট তৈরী করা হয়েছে তা দ্রত চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।

পূর্ত দপ্তরের সচিব সভায় আরও জানান, নাবার্ডের অর্থানুকুল্যে রাজ্যের ৬টি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে। এর জন্য ব্যয় হবে ৬৭ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগ ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ এই পাঁচটি অর্থবর্ষে ৩৬ হাজার কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

সভায় জলজীবন মিশন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সচিব কিরণ গিত্যে জানান, আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের ৮ লক্ষ ৯৯৭ টি পরিবারকে ট্যাপ সংযোগের মাধ্যমে পানীয় জল পৌছানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ১২৩ টি পরিবারকে টেপের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৩৭০টি জনবসতিতে ১০০ শতাংশ টেপ সংযোগের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছানো হয়েছে।

সভায় স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্তদপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানান, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে স্বচ্ছভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পে মোট ৭৩ হাজার ৯২৯টি ব্যক্তিগত শৌচালয় তৈরী করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এরমধ্যে ৪৩ হাজার ৬৩৬ টির কাজ শেষ হয়েছে এবং ২৬ হাজার ১৭৯ টির কাজ চলছে। কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৭৪টি। এরমধ্যে ২৬টির কাজ শেষ হয়েছে এবং ৪২ টির নির্মাণ কাজ চলছে।

পর্যালোচনা সভায় পূর্ত দপ্তরের সচিব রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির বর্তমান অবস্থা, কোন কোন অংশে মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, কাজের অগ্রগতির বিষয়গুলি সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে জাতীয় সড়কের ৬৯.৭৮ কিমি অংশের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এখন পর্যন্ত ৪৫ কিমি জাতীয় সড়কের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া সেন্ট্রাল রোড এণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাণ্ড প্রকল্পে ২২টি প্রজেক্টে ২০২.৯৭ সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পূর্ত দপ্তর জাতীয় সড়ক প্রকল্পে যে সমস্ত কাজ হাতে নিয়েছে তা সময়ের মধ্যে শেষ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা অতিমারির কারণে পূর্ত দপ্তর বিল্ডিং ও সড়ক নির্মাণ সহ যে সমস্ত কর্মসূচি ব্যাহত হয়েছে তা দ্রত শেষ করতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় পূর্ত দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়ার (বিল্ডিং) সঞ্চয়িতা দাস জানান, পূর্ত দপ্তরের বিল্ডিং বিভাগ রাজ্যের ২৭টি দপ্তরের ২১২টি প্রজেক্টের কাজ হাতে নেয়। এরমধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৫ টি প্রজেক্টের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী এসমস্ত নির্মাণ কাজে গুণগতমান বজায় রাখা ও দ্রত শেষ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। পর্যালোচনা সভায় পূর্ত দপ্তরের সচিব প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অগ্রগতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব মনোজ কুমার, প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পূর্ত দপ্তরের চীফ ইঁনীয়ার দীপক চন্দ্র দাস ও অন্যান্য আধিকারিকগণ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যান।চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে তার জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়। মৃতের ভাই জানান পায়েল দেব গুপ্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য নির্মাণশ্রমিকের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে আসে।

এদিকে, অভাব-অনটনের কারণে আত্মহত্যা করেছে এক ব্যক্তি। তার নাম বেনু লাল দাস। বাড়ি মধুপুর থানা এলাকার মাখন সরদার পাড়া।অভাব-অনটন ও পারিবারিক কলহের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল এক ব্যক্তি। তার নাম বেনু লাল দাস। বয়স আনুমানিক ৫২ বছর। স্ত্রী পুত্র সবাই আছে। উপার্জনশীল পুত্র বৃদ্ধ পিতা-মাতার কোন খোঁজ খবর নেয় না। এই বয়সেও দিনমজুরি করে সংসার চালাতে হয় বেনু লাল দাসের। আর্থিক অনটনের কারণে পরিবারে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত।

মঙ্গলবার সকাল বেনু লাল দাস নামে ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কাজ সেরে বেলা ৩ টার মধ্যেই বাড়িতে ফিরে আসেন। কাছ থেকে বাড়িতে ফিরে এসে আকন্ঠ মদ্যপান করে ওই ব্যক্তি। পরিবারের লোকজনদের অলক্ষ্যে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বেনুলাল দাস। ঝুলন্ত দেহ টি দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজন চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় মধুপুর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে মধুপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। বুধবার দুপুর নাগাদ ময়নাতদন্তের পরমৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

অন্যদিকে, ধলাই জেলার আমবাসা থানা এলাকার জহর নগরে জেলাশাসক অফিস সংলগ্ন জঙ্গলে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক ব্যক্তি। তার নাম অভিজিৎ দেববর্মা।শ্বশুর বাড়িতে থাকতো নিখোঁজ অভিজিৎ দেববর্মা নাম এক ব্যক্তি। তার বাড়ি সালেমা থানা এলাকার মেহেন্দি গ্রামে। শ্বশুর বাড়ি থেকেই গত চার দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন অভিজিৎ দেববর্মা। চার দিন নিখোঁজ থাকার পর বুধবার তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে আমবাসা জেলাশাসক অফিস এলাকায়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটি আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে জনমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই জানা যাবে এটি আত্মহত্যা না খুন।

সরস্বতী

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে কারোর সাথে যোগাযোগ না করে তারা সোজা এসএসকেএম হাসপাতালে চলে যান। সেখানে তাদের চিকিৎসা সম্ভব নয় জানানোর পর তারা ডিশান হাসপাতালে যান। ওই হাসপাতালে ঝুমাকে ভরতি করা হলেও পরের দিন তারা বিমানে আগরতলায় চলে আসেন এবং সোজা বিলোনিয়া চলে যান। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, বিষয়টি গোচরে আসার পর সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছি, চিকিৎসার খরচ শুনে তারা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এবং কলকাতা থেকে ফিরে এসেছিলেন।

তিনি বলেন, এর পরই কলকাতায় সমস্ত জায়গায় চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়ে খোঁজ নিয়েছিলাম এবং ডিশান-এ চিকিৎসা সম্ভব আশ্বস্ত হওয়ার পর তাদের পুনরায় কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম। তিনি জানিয়েছিলেন, ঝুমার চিকিৎসার সমস্ত খরচ ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। কিন্তু আজ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে ঝুমা। তার মৃত্যুর খবর ত্রিপুরায় আসতেই ঝুমার সহপাঠী থেকে শুরু করে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও কান্নায় ভেঙে পড়েন। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

মোদির সভায় থাকছেন না সৌরভ যোগ দিচ্ছেন না রাজনীতিতেও

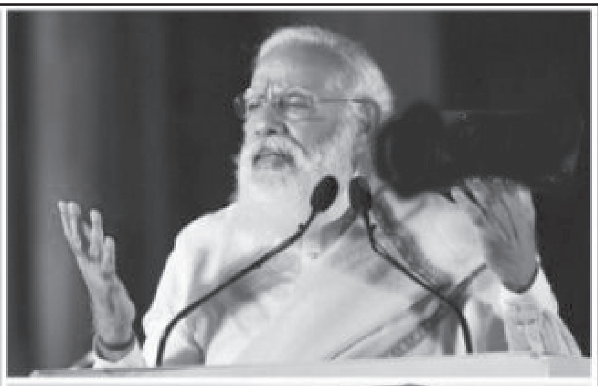

কলকাতা, ৩ মার্চ।। বার বার তাঁকে ঘিরেই ছড়াচ্ছে জল্পনা। তবে মঙ্গল সন্ধ্যায় তা কার্যত ঘোষণার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি যে এই সব জল্পনা-কল্পনা থেকে বহু দূরেই থেকে যাবেন সেটা আরও একবার পরিষ্কার করে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। গতকাল রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য হুট করে জানিয়ে দিয়েছেন আগামী ৭ মার্চ মোদির সভায় দেখা যাবে "প্রিন্স অফ ক্যালকাটা"কে। তার জেরেই ছড়িয়ে পড়েছিল তীব্র জল্পনা। বিশেষ করে সোস্যাল মিডিয়া তোলপাড় হয়ে যায় এই মন্তব্যের জেরে। অনেকে তো এটাও প্রচার করতে শুরু করে দেন মোদির সভাতেই বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন বেহালার তারকা। সেই সঙ্গে তিনিই হতে চলেছেন বঙ্গ বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। কিন্তু এই সব জল্পনায় জল ঢেলে সৌরভের তরফে তাঁর স্ত্রী ডোনা গাঙ্গুলি জানিয়ে দিয়েছেন, মহারাজ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন। স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন বাইশ গজের জমিতেই। তাই না বিজেপিতে যোগ, না মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। কোথাও থাকছেন না দাদা। থাকছেন না মোদির ব্রিগেডেও।সৌরভের এই অবস্থান নতুন নয়। তারপরেও কেন কাল শমীকের গলায় ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছিল তা নিয়ে এখন কাঁটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত, মোদির সভায় ভিড় টানার লক্ষ্যেই এই কারসাজি করেছে রাজ্য বিজেপি। কারন সৌরভের পরিবারেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে রাজ্য বিজেপির কোনও নেতার সঙ্গেই তাঁর কোনওরকম যোগাযোগ নেই। রাজনীতি নিয়ে কারোর সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে তিনি কোনও কথাও বলেননি। সব থেকে বড় কথা মৃদু হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর সৌরভের তিনটি স্টেন্ট বসেছে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে বিশ্রামে রয়েছেন। বাড়িতে বসেই অফিসের কাজ করছেন। সম্প্রতি চেনা ঘেরাটোপেই একটি বিজ্ঞাপনের শুটিংও সেরেছেন বাড়িতেই। বাড়ির বাইরে কোনও অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন না। এমনকী আমদাবাদে গোলাপি বলের টেস্টে যাওয়ার কথা থাকলেও চিকিতকরা অনুমতি দেননি। এই অবস্থায় তাঁর ব্রিগেডে যাওয়া বা রাজনীতিতে যোগ আকাশকুসুম কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা যাচ্ছে কার্যত গোটা বাংলা জুড়ে বিজেপির ছোট-বড়-মাঝারি মায় হেভিওয়েট কোনও নেতার সভাতে আর ভিড় হচ্ছে না। মাঠের পর মাঠ, সভার পর সভা ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। মনে করা হয়েছিল শুভেন্দু-রাজীবদের হাত ধরে এক ঝাঁক তৃণমূলে নেতা সমর্থক গেরুয়া শিবিরে যোগ দেবে। আদপে হয়েছে ঠিক তাঁর উল্টো। তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের জেরে কোনঠাসা দশা হয়েছে আদি বিজেপির নেতাদের। তাঁরা প্রায় সকলেই বসে গিয়েছেন। দলের সভায় লোক পাঠানোও বন্ধ করে দিয়েছেন। বেশকিছু ক্ষেত্রে নিজেরাও বসে গিয়েছেন। এই অবস্থায় উত্তরবঙ্গে সভা করতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর সভার দুরাবস্থার ছবি প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। তা দেখে অমিত শাহ তাঁর কলকাতা সফর কার্যত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। এই অবস্থায় আগামী ৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভা। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্বের কাছে নির্দেশ দিয়েছে ওইদিন ১০ লাখ মানুষের জনসমাবেশ ঘটাতে হবে। সেই লক্ষ্যপূরণ কিভাবে হবে তা ভেবেই এখন কার্যত মাথার চুল ছেঁড়া দশা হয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতাদের। তাই লোক টানতে আর ভিড় বাড়াতে তাঁরা বেশ সুকৌশলে সৌরভের নাম তো ভাসিয়েছিলেনই, সঙ্গে প্রসেনজিতচট্টোপাধ্যায় ও মিঠুন চক্রবর্তীর নামও ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা নাকি মোদির সভায় হাজির থেকে বিজেপিতে যোগ দেবেন। বাংলার ভোটেও লড়বেন বা বিজেপির হয়ে প্রচার করবেন। সৌরভ ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন তিনি আসছেন না রাজনীতিতে। বাকি দুইজন কী করেন তা অবশ্যই দেখার। তবে মজার কথা এটাই যে খেলা শুরুর আগেই বেজে গিয়েছে বিসর্জনের বাদ্যি।

অবশেষে জয়ে ফিরে ফিরলো রোনাল্ডোরা

মাদ্রিদ, ৩ মার্চ।। এক ম্যাচ পর ফের জয়ে ফিরল জুভেন্টাস। ইতালিয়ান লিগে সিরি আ-র ম্যাচে স্পেজিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল রোনাল্ডোরা। প্রথমার্ধে শক্তিশালী জুভেন্টাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালালেও বিরতির পর ছন্নছাড়া হয়ে স্পেজিয়া। এর আগে প্রথম লিগের ম্যাচে স্পেজিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়েছিল ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। একের পর আক্রমণে কার্যত ধরাশয়ী করে স্পেজিয়া। অন্যদিকে জুভেন্টাসের জমাট রক্ষন ভাঙতে পারেনি স্পেজিয়া। তবে প্রথম দিকে তারা ভালো লড়াই উপহার দিয়েছে। যার কারণে প্রথমেই খেলার শুরুতে গোল খেতে বসেছিল জুভেন্টাস। প্রথমার্ধে জুভেন্টাসের জমাট রক্ষণের বিরুদ্ধে ভালোই লড়াই জারি রেখেছিল স্পেজিয়া। যদি লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারতো তাহলে প্রথমেই গোল খেয়ে যেতে পারতো ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু স্পেজিয়া ডিফেন্ডার রিকার্দো মার্কিসার শট পোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপরই খেলার ২৯ মিনিটে সুযোগ পেয়ে যায় জুভেন্টাস। আলেক্স সান্দ্রো বক্সের মধ্যে গোলকিপার কে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন। ফিরতি বল রোনাল্ডো একটু সময় নিয়ে ফেলায় সুযোগ নষ্ট হয়। এরপর প্রথমার্ধের শেষ দিকে রোনাল্ডোর দূরপাল্লার শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। প্রথমার্ধে দুই দলই কেউই গোলের দেখা পাননি। দ্বিতীয়ার্ধে স্পেজিয়া রক্ষন ভাঙে জুভেন্টাস। প্রথমার্ধে ভালো লড়াই জারি রাখলেও দ্বিতীয়ার্ধে ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে দলটা। আর সেই সুযোগই কাজে লাগায় জুভেন্টাস। দ্বিতীয়ার্ধের ৬১ মিনিটে দুটি পরিবর্তন করেন জুভেন্টাস কোচ আন্দ্রে পিরলো। ওয়েস্টন ম্যাককেনির জায়গায় মাঠে নামেন আলভারো মোরাতা ও ফ্রাবোত্তার জায়গায় মাঠে নামনে ফেদেরিকো বের্নারদেস্কি। এরপরই খেলার ৬২ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় জুভেন্টাস। বের্নারদেস্কির উঁচু করে বাড়ানো বল বাঁ-পায়ের ছোঁয়ায় গোল করেন মোরাতা। প্রথমে রেফারি অফসাইডের বাঁশি বাজালেও পরে ভিআরের সাহায্য নিয়ে গোলের বাঁশি বাজান। এরপর খেলার ৭১ মিনিটে সেই বের্নারদেস্কির পাস থেকে চিয়াসার নেওয়া শট আটকে দেন স্পেজিয়া গোলরক্ষক। কিন্তু বিপদমুক্ত করার আগেই চিয়াসা তা গোলে ঠেলে দেন। এরপর ৭৭ মিনিটে রোনাল্ডোর রুখে দেন স্পেজিয়া গোলরক্ষক। তবে ৮৯ মিনিটে গোল পায় পর্তুগিজ ফরয়ার্ড। নিখুঁত শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে বল জালে জড়িয়ে দেন রোনাল্ডো। এই গোলের ফলে লিগে টানা তিন ম্যাচে গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এই মরশুমে লিগে তার মোট গোলের সংখ্যা ২০। অবশেষে ৩-০ গোলে জয়লাভ করে মাঠ ছাড়ে জুভেন্টাস।

'সিনিয়র ক্রিকেটার', 'দাদা' তেজস্বীর সঙ্গে দেখা করলেন মনোজ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ।। তেজস্বী যাদবের সঙ্গে সোমবার দেখা করলেন মনোজ তিওয়ারি। সেই ছবি টুইটারে পোস্ট করে মনোজ লেখেন, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়, সিনিয়র ক্রিকেটার হিসেবে তেজস্বীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি।সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া মনোজ টুইটারে লেখেন, 'রাজনৈতিক নেতা তেজস্বী নয়, একজন সিনিয়র ক্রিকেটার এবং দাদা হিসেবে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। আমার বরাবরই মনে হয়েছে, ক্রিকেটে সফল হওয়ার মতো প্রতিভা ওর ছিল। কিন্তু ওপরওলার ওর জন্য অন্য পরিকল্পনা ছিল। একজন দুর্দান্ত নেতা আমরা পেতে চলেছি।''রবিবার কলকাতায় আসেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। প্রথমে মনে করা হয়েছিল

তিনি সেদিন ব্রিগেডে বাম-কংগ্রেসের যৌথ সমাবেশে থাকবেন। কিন্তু সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে আসেন লালুপুত্র। তৃণমূলের সঙ্গে থাকার কথা ঘোষণা করে শেষে তেজস্বী বলেন, "মমতাদিদি লড়ছেন মানে আমি লড়ছি। তাই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।

বিশ্বসেরাকে হারিয়ে জবাব বক্সার দীপকের

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ।। ২০০৮ সালে যখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন বক্সার হবেন, মত ছিল না দীপক কুমারের বাবা-মা এবং ঠাকুমার। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, "পড়াশুনো কর, বক্সিং করে কী পাবি?" ২০১৮ সালের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, ২০১৯ সালে এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপে রংপোজয়ী এবং গত সপ্তাহে বুলগেরিয়ায় স্ত্রান্দজা মেমোরিয়াল প্রতিযোগিতায় অলিম্পিক্স ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে চমকে দেওয়া দীপকের কাছে এখন এই প্রশ্নের জবাব রয়েছে।"আমার কাকা মনে করতেন আমি বক্সার হতে পারি। ঠিক কী কারণে ওঁর এমন মনে হত, সেটা জানতে চাইবেন না। আমি জানি না। তিনিও বক্সার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে পথ দেখানোর মতো কেউ ছিল না," দেশে ফিরে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন

দীপক। হরিয়ানার হিসারের বাসিন্দা ২৩ বছর বয়সি দীপক। দু'বারের অলিম্পিয়ান, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ী এবং এশিয়ন গেমসে চ্যাম্পিয়ন বিকাশ কৃষাণ যাদবও এখান থেকেই উঠে এসেছেন। দীপক বলেছেন, "আমার কাকার (রবিন্দর কুমার) বন্ধুদের মধ্যে এক জনের বক্সিং জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। উনি আমায় উৎসাহ দেন বক্সিংয়ে আসতে।

আমার খুব ভালও লাগে। পরিবারে আমিই প্রথম যে খেলাধুলোকে বেছে নিয়েছি। তার জন্য খুব গর্ব হয় আর আমার কাকা নিজের অধরা স্বপ্ন আমার মধ্যে দিয়ে পূরণ করছেন। ভারতীয় সেনায় নায়েব সুবেদার পদে থাকা দীপক পরিবারের বাধা সত্ত্বেও কী ভাবে বক্সিংয়ে আসেন সে কথা এখনও ভোলেননি। "বাবা-মা চাইতেন আমি পড়াশুনোয় বেশি জোর দিই। আমার ঠাকুমাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এর পরে কাকা ও আমি তাঁদের বোঝাই। শেষ পর্যন্ত তাঁরা রাজি হয়ে যান," বলছিলেন দীপক। তিনি আরও যোগ করেছেন, "আমি সব সময় চাইতাম আত্মনির্ভর হয়ে উঠে বাবা-মাকে সাহায্য করব। তাই এক সময় বন্ধুর খবরের কাগজের এজেন্সিতেও কাজ করেছি। আমি নিজে খবরের কাগজ দিতাম না। কখনও কখনও বকেয়া টাকা সংগ্রহের কাজ করতাম। উদ্দেশ্য ছিল হাতখরচের টাকা তোলা।"স্ত্রান্দজায় এই প্রথম বার গিয়েছিলেন দীপক। যেখানে সেমিফাইনালে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উজবেকিস্তানের শাখোবিদ্দিন জইরভকে হারিয়ে নজর কেড়েছেন। বলেছেন, "আমার খেলোয়াড়জীবনের এখনও পর্যন্ত সব চেয়ে বড় সাফল্য। এশীয় চ্যাম্পিয়নশিপের চেয়েও এগিয়ে রাখব।

মোতেরার উইকেট নিয়ে লেগে গেল গম্ভীর-যুবরাজের

মুম্বাই, ৩ মার্চ।। যুবরাজ সিংহের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন গৌতম গম্ভীর। সেটা প্রকাশ্যে জানিয়েও দিলেন ভারতীয় দলের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। মাত্র দুই দিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল গোলাপি বলের টেস্ট। আমদাবাদে ইংল্যান্ড সেই টেস্টে ১০ উইকেটে হারতেই বাইশ গজ নিয়ে টুইটারে কটাক্ষ করেছিলেন যুবরাজ। তাঁর এমন টুইটে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। যদিও গম্ভীর কিন্তু তাঁর পুরনো সতীর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন। যুবি টুইটারে লিখেছিলেন, "মাত্র দুই দিনে ম্যাচ শেষ হয়ে গেল! এটা কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন নয়। অনিল কুম্বলে ও হরভজন সিংহ এমন পিচ পেলে তো ওঁদের ঝুলিতে ১০০০ ও ৮০০ উইকেট থাকত। যাই হোক অক্ষর দারুণ বোলিং করেছো। অশ্বিন তোমাকেও ধন্যবাদ। ১০০ টেস্টের জন্য ইশান্ত তোমাকে শুভেচ্ছা।" সেই টেস্টে ইংরেজদের ২০ উইকেটের মধ্যে ১৮ উইকেট নিয়েছিলেন অক্ষর ও অশ্বিন। একটি অনুষ্ঠানে এর পরিপ্রেক্ষিতে গম্ভীর বলেন, "যুবরাজের পুরো বক্তব্য মানতে পারলাম না। কারণ দুটো দল একই পিচে খেলছে। ভারত ব্যাট করতে এলে তো আলাদা পিচ দেওয়া হচ্ছে না। এই টেস্টে তো ভারতের ব্যাটসম্যানরাও লাইন লেংথ বুঝতে না পেরে সোজা বলে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে এসেছে। দুটো দলের ৩০টি উইকেট সোজা বলের শিকার হয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন, "অশ্বিন নিশ্চয়ই এমন উইকেট চায়নি। এমন পিচে খেলা তো টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত। আরও একটা বিষয় মনে রাখা উচিত, এমন উইকেট তৈরি করা হলে স্পিনারদের কিন্তু বেশ চাপে থাকতে হয়। কারণ ওরা উইকেট না তুলতে পারলেই ফের কটাক্ষ শুরু হয়ে যাবে। তাই ভারতের মাটিতে টেস্ট খেলতে নামলে স্পিনাররাই সবচেয়ে বেশি চাপে থাকে।

রেকর্ড স্পর্শ করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

২০১৭ সালের পর সমস্ত প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৭ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ফের নিজেদের রেকর্ডই স্পর্শ করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। মঙ্গলবার তারা ৪-১ গোলে হারায় উলভসকে। ১৫ মিনিটেই লিয়েন্ডারের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় সিটি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ৬১ মিনিটে কনরের গোলে সমতা ফেরায় উলভস।এরপর অনেক চেষ্টা করলেও গোলমুখ খুলতে পারছিলেন না সিটির ফুটবলাররা। খেলার শেষের দশ মিনিট আক্রমণের ঝড় তোলে তারা। ৮০ মিনিটে গ্যাব্রিয়াল জেসুস দলকে এগিয়ে দেন। ওয়াকারের ক্রস থেকে গোল করেন তিনি। রিয়াদ মাহরেজ গোল করেন ৯০ মিনিটে। সংযুক্তি সময়ে ব্যবধান আরও বাড়ান জেসুস। শুধু টানা ২৭ ম্যাচ জেতাই নয়, টানা ১৯ টি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে এক মিনিটও পিছিয়ে থাকতে হয়নি সিটিকে। এই জয়ের ফলে দুনম্বরে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের থেকে ১৫ পয়েন্টের ব্যবধান গড়ে ফেলল সিটি।

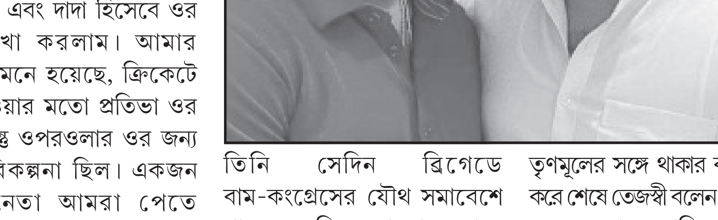

২৬ ফেব্রুয়ারি-১১মার্চ, ২০২১ | হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ

২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত ১৪ দিন বই প্রেমীদের বইমেলায় যাতায়াতের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা

মেলায় যাবার জন্য বাস ছাড়বে রাধানগর বাসস্ট্যান্ড, চন্দ্রপুর মোটরস্ট্যান্ড এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে। সব বাস বটতলা নাগেরজলা হয়ে মেলা প্রাঙ্গণে যাবে।

ফেরার পথে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বাস নাগেরজলা-বটতলা হয়ে রাধানগর বাসস্ট্যান্ড, চন্দ্র-মোটরস্ট্যান্ড এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে ফিরবে।

বাস পরিষেবা প্রতিদিন দুপুর ১.৩০ থেকে রাত ৯.৩০ পর্যন্ত

ICA-D-1600/21 তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর | ত্রিপুরা সরকার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আজ পরিবর্তনের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে সোনামুড়া আয়োজিত বিশাল বাইক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক।

চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিজেপি-র প্রার্থী তালিকা গেল দিল্লিতে

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি. স.) : নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। প্রথম দফার নির্বাচন ২৭ মে। তার আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত করতে জোর তৎপরতা চলছে। প্রথম দুটি পর্বের জন্য বিজেপির প্রার্থীতালিকা শুক্রবার ঘোষণা করা হতে পারে জানালেন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বুধবার দলের রাজ্য দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, আজ দলের নির্বাচন সমিতির বৈঠক ছিল। সেখানে বিভিন্ন স্তর থেকে প্রার্থী হিসেবে যে নামগুলি এসেছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর ভিত্তিতে প্রতি আসনের চার-পাঁচ জন করে সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা তৈরি হয়েছে। এই তালিকা নিয়ে দিল্লিতে দলের সংসদীয় বোর্ডের বৈঠকে আলোচনা হবে। এ জন্য দলের রাজ্য নেতৃত্ব সম্ভবত আজই দিল্লি যাবেন। আগামীকাল বোর্ডের বৈঠকে আলোচনা হবে। দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, পরশু অর্থাৎ শুক্রবার প্রথম দুটি দফার নির্বাচনের জন্য বিজেপির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে। তৃণমূল থেকে আসা হেভিওয়েট নেতা, বিধায়কদের তাঁদের পুরানো কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী করতে চলেছে বিজেপি। সূত্রের খবর, নন্দীগ্রাম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হচ্ছে শুভেন্দুকেই। আবার ডোমজুড় থেকে প্রার্থী করা হচ্ছে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মঙ্গলবারই বিজেপিতে যোগ দেওয়া জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে প্রার্থী করা হচ্ছে তাঁর বর্তমান কেন্দ্র পাণ্ডবেশ্বর থেকে। বিজেপি সূত্রে খবর, বর্তমানে ব্যারাকপুরের বিধায়ক তৃণমূল থেকে আসা শীলভদ্র দত্তকে খড়দহ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করতে পারে দল। আর ব্যারাকপুরে প্রার্থী করা হতে পারে নিহত বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লার বাবা চন্দ্রমণি শুক্লাকে।

দিলীপ ঘোষ এদিন বলেছেন, রাজ্যের তরফে আজই বেশকিছু কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা নিয়ে দিল্লিতে যাওয়া হচ্ছে। দিল্লি থেকে সেই নাম চূড়ান্ত হবে। বিজেপি সূত্রে খবর, দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, অরবিন্দ মেননরা আজ রাতেই দিল্লি যাচ্ছেন। শুক্রবার প্রথম দফায় ৬০টি কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে বিজেপি।

বিদায়ী বিধানসভায় বাংলার বিধায়কদের বিষয় আশয়

কলকাতা, ৩ মার্চ (হি. স.) : বিদায়ী বিধানসভায় রাজ্যে সবচেয়ে ধনী বিধায়ক ছিলেন বাঁকুড়ার তালডাংড়া আসন থেকে তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত সমীর চক্রবর্তী। পাঁচ বছর আগে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি টাকার বেশি। আর সবচেয়ে গরিব বিধায়ক ছিলেন 'সর্বহারা' মানুষের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা পাঁশকুড়া পূর্বের সিপিআই বিধায়ক শেখ ইব্রাহিম আলি।

শিয়রে ফের বিধানসভার ভোট। আগামী ২৭ মার্চ থেকে ফের পাঁচ বছরের জন্য নিজেদের ভাগ্যবিধাতাদের বেছে নিতে চলেছেন বঙ্গবাসী। ইতিমধ্যেই ভোটের ময়দানে বিভিন্ন দলের প্রার্থী হয়ে কারা দাঁড়াবেন তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। কিন্তু বিদায়ী বিধানসভার বিধায়কদের সম্পর্কে আমরা প্রায় কেউ খবর রাখিনা।

পাঁচ বছর আগে ভোটের সময়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে তালডাংরা আসন থেকে লড়াই করতে নামা তৃণমূল প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হলফনামায় জানিয়েছিলেন তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে সম্পত্তির পরিমাণ ৪০ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে সমীর চক্রবর্তীর চেয়ে খানিকটা পিছিয়ে রাজ্যের শ্রম প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭০২ টাকা। ধনীর নিরিখে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কসবার তৃণমূল বিধায়ক জাভেদ আমেদ খান। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১৭ কোটি ২৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৬৯ টাকা।

ধনী বিধায়কদের তালিকা থেকে এবার চোখ ফেরানো যাক গরিব বিধায়কদের তালিকায়। রাজ্যের বিদায়ী বিধায়কদের মধ্যে সবচেয়ে গরিব শেখ ইব্রাহিম আলি। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পূর্ব আসন থেকে সিপিআইয়ের টিকিটে জিতেছিলেন তিনি। ইব্রাহিম আলির চেয়ে আর্থিকভাবে কিছুটা এগিয়ে নদিয়ার নবদ্বীপের তৃণমূল বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭৫ হাজার ৪২৩ টাকা। বাঁকুড়ার সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম বিধায়ক অজিত রায়ের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল এক লক্ষ ২৪ হাজার ৭৯৭ টাকা।

বেসরকারি নির্বাচনী নজরদার সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের পক্ষ থেকে বুধবার প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ৯৭ জন বিধায়কই কোটিপতি। তার মধ্যে তৃণমূলের ৭৮ জন, কংগ্রেসের ১৩ জন, সিপিআইএমের ২ জন, বিজেপির ২ জন, আরএসপি-র একজন ও একজন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন।

ইস্তফা দিলেন রমেশ জারকিহোলি, গ্রহণ করলেন ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ৩ মার্চ (হি.স.): সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে সহবাসের অভিযোগ উঠেছে কর্নাটকে মন্ত্রী তথা বিজেপি-সদস্য রমেশ জারকিহোলির বিরুদ্ধে। প্রমাণস্বরূপ ওই তরুণীর সঙ্গে ''অপ্রস্তুত অবস্থায়'' রমেশের একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। তুমুল বিতর্কের মধ্যেই বুধবার মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রমেশ জারকিহোলি। তাঁর ইস্তফা গ্রহণও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা, পাঠানো হয় রাজ্যপালের কাছে। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রমেশ জারকিহোলি উল্লেখ করেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সত্য থেকে অনেক দূরে। সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত, আমি নৈতিক কারণে ইস্তফা দিচ্ছি।' রমেশ জারকিহোলি ইস্তফা দেওয়া প্রসঙ্গে কর্ণাটকের মন্ত্রী জগদীশ শেত্তার জানিয়েছেন, 'তিনি (রমেশ জারকিহোলি) ইস্তফা দিয়েছেন। আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

কর্নাটকের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা রমেশ। রাজ্যের উত্তরে বেলগাভি এলাকায় বেশ দাপট রয়েছে তাঁর। সমাজকর্মী দীনেশ কালাহল্লি তরুণীর সঙ্গে ''অপ্রস্তুত অবস্থায়'' রমেশের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ দফতরে চাকরির লোভ দেখিয়ে ওই তরুণীকে ফুঁসলিয়ে সহবাসে বাধ্য করেছিলেন রমেশ। তরুণীর পরিবারের তরফে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বেঙ্গালুরুর কব্বন পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

গুলি করে খুন ইসলামপুরে কাঠগড়ায় তৃণমূল ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতী

ইসলামপুর, ৩ মার্চ (হি. স.) : বুধবার সকালে এক যুবককে গুলি করে খুনের ঘটনা ঘিরে রণক্ষেত্র উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের গ্রাম। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। জখম অন্তত এক নাবালিকা ও এক নাবালক-সহ আরও দুই। অভিযোগ, তৃণমূল ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীদের তোলাবাজির টাকা না পেয়ে এই খুন।

সূত্রের খবর, এদিন সকালে বন্দিরাগজ গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। বাড়ির কাছে ফায়ালকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই ২৫ বছরের যুবক ফায়ালের মৃত্যু হয়। জখম হন ভাই নাসিম খান (১০), নাবালিকা রোশনি-সহ আরও ২ জন। আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। পরিবার সূত্রে খবর, নাগিনের পিঠে ও রোশনির হাতে গুলি লেগেছে।

মৃতের ভাই ইমতিয়াজের অভিযোগ, দুষ্কৃতী তাইমুল ও তার সঙ্গীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। মাত্র দু'দিন আগেই মুম্বই থেকে ইসলামপুরে ফিরেছিলেন ফায়াল। তাঁর সঙ্গে তাইমুলের পুরনো শত্রুতা ছিল। অভিযোগ, তাইমুল এলাকাবাসীদের কাছ থেকে তোলা তুলত। ফায়াল এর প্রতিবাদ করেছিল। এর পর থেকে যখন তখন ফায়ালের কাছে টাকা চাইত তাইমুল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। এদিনও টাকা চেয়েছিল তাইমুল। সেই টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় গুলি করে খুন করা হয়ে ফায়ালকে। স্থানীয় সূত্রে অবশ্য অন্য খবরও মিলছে। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার শচীন মক্কার বলেন, "দুই পরিবারের বিবাদের জেলে এই অশান্তি। একজনের মৃত্যু হয়েছে। দুজন জখম হয়েছে। পুলিশ এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।"

ব্রাজিলে করোনা-টিকা নিলেন পেলে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার আহ্বান

ব্রাসিলিয়া, ৩ মার্চ (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের টিকা নিলেন কিংবদন্তী ব্রাজিলিয়ান ফুটবল তারকা পেলে। ভ্যাকসিন নেওয়ার পর সকলকে সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেছেনা পেলে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে পেলে লিখেছেন, 'অবিস্মরণীয় দিন-আমি টিকা নিলাম! অতিমারি এখনও শেষ হয়নি। অনুগ্রহ করে নিজেদের হাত ধোবেন এবং সম্ভব হলে বাড়িতেই থাকুন।' পেলে আরও জানান, 'বাড়ির বাইরে মাস্ক পরতে ভুলবেন না এবং সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলবেন।'

উল্লেখ্য, ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত থামছেই না। মঙ্গলবার পর্যন্ত ব্রাজিলে ২.৫৭ লক্ষেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৭২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৬২-তে পৌঁছেছে। সংক্রমণও দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ব্রাজিলে। মহামারীর শুরু থেকে এযাবৎ ব্রাজিলে ১০,৬৪৭,৮৪৫ জন করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৯,৫২৭,১৭৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ১১০ জন।

করোনা-টিকা নিলেন রাষ্ট্রপতি সকলকে ভ্যাকসিন নেওয়ার আহ্বান

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকা নিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বুধবার দিল্লিতে আর্মি রিসার্চ অ্যান্ড রেফেরাল হাসপাতালে (আর আর হাসপাতাল) কোভিড টিকার প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সেই সময় ছিলেন তাঁর মেয়েও। করোনার ভ্যাকসিন নেওয়ার পর সমস্ত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, 'সফলতার সঙ্গে ইতিহাসের বৃহত্তম টিকাকরণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী এবং প্রশাসকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।' পাশাপাশি সকলকে টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি ছাড়াও এদিন করোনা-টিকা নিয়েছেন সিকিমেরে রাজ্যপাল গঙ্গা প্রসাদ এবং তাঁর স্ত্রী, বুধবার গ্যাংটকের এসটিএনএম হাসপাতালে সস্ত্রীক ভ্যাকসিন নিয়েছেন রাজ্যপাল। বুধবারই ভ্যাকসিন নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী পুরী। দিল্লির কৌশাম্বীর যশোদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে টিকা নিয়েছেন হরদীপ ও তাঁর স্ত্রী। তিরুবনন্তপুরমে এদিন ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। শিলংয়ে টিকা নিয়েছেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক।

গত ১৬ জানুয়ারি থেকে ভারতে শুরু হয়েছিল প্রথম দফার টিকাকরণ। প্রথম দফায় মূলত স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রথম সারির ,করোনা-যোদ্ধাদের করোনা টিকা দেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকে দেশে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ। এই দফায় ৬০ বছরের প্রবীণ নাগরিকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি 'কো-মর্বিডিটি' থাকলে ৪৫ বছরের বেশি বয়সিরাও টিকা পাবেন।

আগরতলা বইমেলায় ককবরক কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ৩৯ তম আগরতলা বইমেলার আজ ষষ্ঠদিনে ককবরক কবি সম্মেলন ও ককবরক সাহিত্যের উপর আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ককবরক কবি সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে কবিগণ অংশ নেন। কবি নন্দকুমার দেববর্মা এই কবি সম্মেলনের স'লনা করেন। ককবরক সাহিত্যের উপর আলোচনা করেন ককবরক ভাষা গবেষক অমল দেববর্মা, ককবরক ভাষা গবেষক বিপ্লব দেববর্মা ও ককবরক সাহিত্যিক ওমান দেববর্মা। কবি বিকাশ রায় দেববর্মা ককবরক সাহিত্যের উপর আলোচনা পরিচালনা করেন।

এদিকে সন্ধ্যায় পুলিন বিহারী দেববর্মা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শিল্পীদের পাশাপাশি রাজ্য ও বর্হিরাজ্যের শিল্পীগণ নৃত্য পরিবেশন করেন।

বিজেপি কার্যালয়ে রাজ্য নেতৃত্বের সাথে বৈঠক করেন প্রভারী বিনোদ সোনকর। ছবি নিজস্ব।

টিকা নিলেন প্রমোদ সাওয়ান্ত গোয়াকে করোনা-মুক্ত করার আহ্বান

পানাজি, ৩ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকা নিলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। বুধবার সকালে গোয়ার সাংকেলিমের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে কোভিড টিকার প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী। টিকা নেওয়ার পর গোয়াকে করোনা-মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন সাওয়ান্ত। টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সকলে এগিয়ে আসুন এবং টিকা নিন।

গত ১৬ জানুয়ারি থেকে ভারতে শুরু হয়েছিল প্রথম দফার টিকাকরণ। প্রথম দফায় মূলত স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রথম সারির ,করোনা-যোদ্ধাদের করোনা টিকা দেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকে দেশে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ। এই দফায় ৬০ বছরের প্রবীণ নাগরিকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি 'কো-মর্বিডিটি' থাকলে ৪৫ বছরের বেশি বয়সিরাও টিকা পাবেন। বুধবার করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়ার পর প্রমোদ সাওয়ান্ত টুইট করে জানিয়েছেন, 'সকলকে এগিয়ে এসে টিকা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এভাবেই গোয়া থেকে নির্মূল করা যাবে কোভিড ১৯-কে।'

রাস্তায় উনুন জ্বালিয়ে রান্না, প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলাদের

রায়গঞ্জ, ৩ মার্চ (হি. স.) : রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে রাস্তায় উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে প্রতিবাদ জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা। উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রতিবাদকে নাটক বলে আখ্যা দিয়েছে বিজেপি। বিধানসভা ভোটের আগে পেট্রোপন্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিকে হাতিয়ার করতে চাইছে এরাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার, তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সংগঠন রাস্তায় উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে প্রতিবাদ জানান কর্মীরা।

গত একমাস ধরে রান্নার গ্যাসের দাম ক্রমশই বাড়ছে। বর্তমানে রান্নার গ্যাসের দাম ১হাজার টাকা ছুঁইছুঁই। রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ এবং মধ্যবিত্তদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগার। দেশের আমজনতা যখন ডিজেল, পেট্রোল এবং রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে জেরবার তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেদিকে নজর না দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে মরিয়া হয়ে পড়েছেন, অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভানেত্রী পম্পা সরকার অভিযোগ করেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভা নির্বাচনের আগে আচ্ছে দিনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এখন হেঁশেলের খবর রাখেন না। যেভাবে গ্যাসের দাম বাড়ছে তাতে সাধারণ মধ্যবিত্তদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। তাই বাড়ির মহিলারা রাস্তায় নেমে এসেছেন। করোনা আবহের জেরে দেশের মানুষের উপার্জন কমে গিয়েছে। দেশের মানুষের ভাড়েরে টান পড়েছে তখন পেট্রোপন্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে রান্নার গ্যাস কিনতে পারছে না। তাই রাস্তায় উনুন জ্বালিয়ে খিচুড়ি রেধে প্রতীকী প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।'

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ নাটক বলে আখ্যা দিল বিজেপি। বিজেপি নেতা অভিজিৎ যোশীর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরই ছোট ছোট নেতাদের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছে। ২মে ভোট গণনার পর এই ছোটছোট নেতাদের রাস্তায় বসেই রান্না করতে হবে। তাদের আর সেই চালচলন থাকবে না। তারা বাড়িতেও ঢুকতে পারবেন না বলে অভিজিৎবাবু দাবি করেছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।